ভূমিকা ১

ছড়ার উপর আকর্ষণ মানুষের আবহমান। শুধু শিশুদেরই নয়, বয়স্ক মানুষেরও। বাংলাভাষায় ছড়ার দীর্ঘ এক ঐতিহ্য আছে, ধারাবাহিকতা আছে। আদি ছড়াতে লেখকের পরিচয় থাকত না, প্রকাশ পেত তাতে জনমানসের নানা দিক—কৌতুক, জ্ঞানবুদ্ধি, রহস্য এবং কবিত্বও। পরে আমাদের সেরা কবিরা অনেকে তাঁদের নিজস্ব কাব্যচর্চার পাশাপাশি ছড়ার জগতেও মাঝেসাঝে পা দিয়েছেন, এমন হামেশা দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানেও তার অতুলনীয় উদাহরণ। তার পরেও আজ পর্যন্ত অনেক স্বনামধন্য কবিকে আমরা পেয়েছি ছড়াকার হিশেবে। কেউ কেউ আবার তাঁদের কবিব্যক্তিত্বের ভিন্ন গড়নে শুধু ছড়াতেই মগ্ন থাকতে ভালোবাসেন।

কোনো ছড়া নিজের ছোট গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ করা পছন্দ করে। কোনো ছড়া তাকে ছাপিয়ে বড় কিছুর স্বাদ এনে দিতে চায়। আমরা সবই উপভোগ করি। পশ্চিমবঙ্গের বাংলায় সব ধরণের সব গড়নের ছড়ার হদিশই মেলে। তা থেকেই নির্বাচিত এই সংকলন।

ভূমিকা ২

'বাংলাদেশের ছড়া' বলতে গেলে মোটামুটিভাবে ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর ঢাকা-কেন্দ্রিক যে ছড়া চর্চার সূত্রপাত তাকেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৪৫ বছরে বাংলাদেশের ছড়া একটি শূন্য স্থান থেকে একটি পূর্ণ-সংহত রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশের ছড়া এখন বিচিত্র বহুবর্ণিল ধারায় অপরাপর সাহিত্যের পাশাপাশি একটি যোগ্যতম আসন করে নিতে পেরেছে। একথা ঠিক, এই ৪৫ বছরে বাংলাদেশের ছড়া অনেক চড়াই-উৎরাই. ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে সয়ে বড়ো হয়েছে, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ এর বিষয় এবং ভাষার সাথে যুক্ত হয়ে একে দান করেছে বহুমাত্রিক চেহারা। শিশুতোষ ছড়ার মেজাজ নিয়ে বাংলা ছড়ার যে মাত্রা শুরু হয়েছিলো প্রায় শতাব্দীকাল আগে, সেই ছড়া এখন ক্ষতবিক্ষত সমাজের নগ্ন চেহারাকে উলঙ্গ করে দিতে অব্যর্থ। বাংলাদেশের ছড়া এখন শাণিত ছুরির মতো দ্যুতিময়।

বাংলাদেশের ছড়ার এই শাণিত রূপটি সহসা আসে নি। ছড়া যে শুধু শিশুদের মনোরঞ্জনের বিষয় নয়, এ যে খাপখোলা তরবারির মতো ঝল্‌সেও উঠতে পারে, তা একটি পরিপূর্ণ রূপ নিতে ঢাকা-কেন্দ্রিক সাহিত্য ধারায় প্রায় ১৮/১৯ বছর সময় লেগেছে। ১৯৪০ সালের পর কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা ছড়ায় সমাজমনস্কতার ছাপ প্রতিভাত হয়ে উঠলেও ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টি এতদঞ্চলের লেখকদের সেই ধারা থেকে ফিরিয়ে আনে। ফলে দেখা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

টঙ্কা দেবী

টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা।
ইচ্ছা সম্যক তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিকলি মন উড়ু উড়ু
একি দৈবের শাস্তি।।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কাজের লোক

মৌমাছি মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
 দাঁড়াও না একবার ভাই।

ঐ ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

ছোট পাখি ছোট পাখি
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি।

এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

পিপীলিকা পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও শুনি যাও বলি।

শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায় পিলপিল চলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাপছাড়া

হাতে কোনো কাজ নেই
নওগাঁর তিনকড়ি,
সময় কাটিয়ে দেয়
ঘরে ঘরে ঋণ করি।

ভাঙা খাট কিনেছিল
ছ' পয়সা খরচা
শোয় না সে, হয় পাছে
কুঁড়েমির চর্চা

বলে ঘরে এত ঠাসা
কিঙ্কর কিঙ্করী
তাই কম খেয়ে খেয়ে
দেহটাকে ক্ষীণ করি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ময়মনসিংহের চিঠি

সৈত্যাদ্দা, হা হা হা
কলকাত্তা বইস্যা খা
ময়মনসিং ঘোড়ার ডিম
সার্ভেন্ট ইজ ইস্টুপিড

কথাডা শুইন্যা যা
দৈ চিনি ঘি পাঁঠা
দেখবার নাই কিচ্ছু তাই
রাইন্ধ্যা থোয় যাইচ্ছাতাই!

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

মায়ের চুমা

ঘুমিয়ে যখন থাকি
মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে
আমার দু'টি আঁখি।
হাসলে আবার চুমা—
থাকলে জেগে চুমা দিয়ে
বলেন, "খুকু ঘুমা।"
কাঁদলে আমি পরে
চুম চুমা চুম ধারার মত
অমনি চুমা ঝরে।
নাই তো চুমার শেষ,
উঠতে চুমা, বসতে চুমা
চলছে মজা বেশ।

বিপিনচন্দ্র পাল

খোকাবাবু

পড়াশুনা হলো সারা কাজকর্ম নাই—
জয়ঢাকটা নিয়ে একটু খেলা করি ভাই।
কাঠি দিয়া দিচ্ছি টোকা একি চমৎকার
ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ন্যাটাং ন্যাটাং বেজে ওঠে আর!

সাদাসিদে চারিদিকে কল কৌশল নাই—
কোথা হতে শব্দ আসে ভাবছি বসে তাই!
নিশ্চয় এর মধ্যে আছে সন্দেহ কি তার—
ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ন্যাটাং ন্যাটাং কোথায় থাকে আর!

প্রমথ চৌধুরী

ছড়াং

ছোটং ছেলে চড়েং ঘোড়া
নিচেং উল্টে পড়েং খোঁড়া।

ছোটং ছেলে বেশিং কাঁদে
ভূতং তাহার চাপেং কাঁধে।

দোলনায় বেশি দুলেং দুলেং
কখন যে যায় ভুলেং ভুলেং।

ছোটং ছেলে খেলেং পান
বড়ং লোকে মলেং কান।

ছেলে যদি খায় ঘড়িং ঘড়িং
নাকটি হয় তার বড়িং বড়িং।

চুলগুলি সব দড়িং দড়িং
হাত পাগুলো ফড়িং ফড়িং।

মিছেং কথা বলেং ছেলে
ধরাং পড়ে চলেং জেলে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিরুবাবু

বিরু বাবু
বেড়িয়ে কাবু
হওনি তো।
রোদে টোদে হিমে টিমে
যাওনি তো
রোগা টোগা কালো টালো
হইও না।
গাছে টাছে ডালে ডোলে
বেড়িও না।
বই টই ছবি টবি
দেখছো তো ?
হিরে টিরে খুঁজে খাঁজে
পাচ্ছো তো।
সায়েব টায়েব মেম্ টেম্
দেখিয়াছো !
মুর্গি টুর্গি ডিম্ টিম্
খাইয়াছো ?
রুটি টুটি কেক্ টেক্
চলচে ঠিক্ !
পান টান খেয়ে টেয়ে
গিলছো পিক্ ?

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

সবুজ লেখা

সবুজ লেখা
সবুজ পাতার
সবখানে

ফুল ফোটে তাই
সবুজ রঙের
সব গানে।

সবুজ দেশের
সবুজ রংয়ের
অফুর সুর—

ডাক দিয়ে যায়
ফুলের ঘুমের
দূর সুদূর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পিয়ানোর গান

তুলতুল টুকটুক
টুকটুক তুলতুল
কোন ফুল তার তুল
তার তুল কোন ফুল?
টুকটুক রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।
টুকটুক পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা-র
আলতার মূল্য।
টুকটুক টুক ঠোঁট
নয় শিউলির বোঁট
টুকটুক তুলতুল
নয় বসরাই গুল।
ঝিলমিল ঝিকমিক
ঝিকমিক ঝিলমিল
পুষ্পের মঞ্জিল
তার তন তার দিল।
তুলতুল টুকটুক
টুকটুক তুলতুল
তার তুল কার মুখ?
তার তুল কোন ফুল?
বিলকুল তুলতুল
টুকটুক বিলকুল
এল-বসরাই গুল
দেল-রোশনাই ফুল।★

★ সংক্ষেপিত

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাদের সঙ্গী

গুটি ছয় পায়রা ও গুটিকত হাঁস রে,
আমাদের ঘরে করে একসাথে বাস রে।
আসে কাক এক ঝাঁক
করে খুব হাঁক ডাক
কোকিলের কনসার্ট শুনবি তো যাস রে।

দল বেঁধে টুনটুনি আসে হেথা চরতে,
বাবুইরা তালগাছে লাগে বাসা গড়তে।
বেনেবুড়ি মারে ডুব
পুণ্যটা করে খুব,
ফিঙে আসে বেছে বেছে শুয়োপোকা ধরতে।

ঝাঁক বেঁধে বনটিয়া, কভু আসে মুনিয়া
বলাকার সারি শেষ হয় নাকো গুনিয়া
উড়ে বাজপক্ষী
কত যেন লক্ষী!
চঞ্চুর জোরে ভাবে জিনবে সে দুনিয়া।

মাধবীর শাখে বাঁধে মৌমাছি চাক রে
করে মধু গুঞ্জন গুন গুন ডাক রে
কভু আসে চন্দনা
গেয়ে যায় বন্দনা
টাক সোনা ডাক শুনে লেগে যায় তাক রে। ★

★ সংক্ষেপিত

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

আয়রে পাখি

আয়রে পাখি হরবোলা
দোল দিয়ে যা দে দোলা
খোকার মুখে ফুটলে হাসি
পারবি খেতে গুড় ছোলা

আয়রে পাখি বুলবুলি
গান গেয়ে যা মুখ তুলি
খুকির মুখে ফুটলে হাসি
পারবি খেতে ক্ষীর পুলি

আয়রে পাখি ময়না
নাচবি ঘুরে আয় না
হাঁটি হাঁটি করলে খোকা
পরতে পাবি গয়না

আয়রে পাখি টিয়ে
টুনটুনিকে নিয়ে
রাঙা শাড়ি পরতে পাবি
খুকির হলে বিয়ে।

সুখলতা রাও

ছড়া

বাবনা ভূতের ছানা
নেই কো তাদের ডানা
ঝড়ের সাথে
খেলায় মাতে
ঝেঁটিয়ে আকাশখানা

গাছের মাথায় দোলে
তালের পাতায় ঝোলে
ঘর বাঁধে না
ধার ধারে না
হাওয়ায় গড়ে থানা

সুকুমার রায়

ছড়া

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গি সা-রে-গা-মা
নেই মামা তাই কানা মামা
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলায় কর্মখালি
চিনে বাদাম সর্দিকাশি
ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি

শুনেছ কি বলে গেল সীতারাম বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ?
টক টক থাকে নাকো' হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি

মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম
হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম।

রাজশেখর বসু

দুলালের গল্প

দুলাল নামে একটি ছেলে
পটোলডাঙায় বাস
গরম গরম পটোল ভাজা
খায় সে বারোমাস
পটোলডাঙার চারদিকেতে
পটোল গাছের বন
ডাল ধরে তার নাড়লে পড়ে
পটোল দু'চার মণ
পাড়তে পটোল, ছিঁড়তে পটোল
মোটেই বারণ নেই
বারণ কেবল পটোল তোলা
—আইন হচ্ছে এই।

★ সংক্ষেপিত

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বোশেখী ছড়া

গাঁ'র শেষে পথ শেষ ভোলা মাঠ শুরু,
কচি অশথের পাতা কাঁপে ঝুরুঝুরু//
ঝুরুঝুরু কাঁপে পাতা উড়ু উড়ু মন।
ঠিক দুপুরের কোলে দোলে শরবন//
শর বনে বীণ বাজে সরস্বতীর।
মাটির ঘোড়ার মাঠে ছুটে চলে পীর//
ঝিনঝিন করে দিন প্রাণ আইঢাই।
চ্যালা বন খুঁজে দুটো তরমুজ খাই//
চোখ বুঁজে তরমুজে শুনি কিচমিচ।
কেটে দেখি গুচ্ছের উচ্ছের বিচ//

হেমেন্দ্রকুমার রায়

শীত

আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ি বৃদ্ধ শীতের ধাই
ছেলে তোমার হিমসাগরে মারছে কেবল ঘাই
সাঁতার খেলার হিমের ছিটে
দ্যায় ভিজিয়ে পৃথিবীটে,
হিমালয়ের গর্তে শুয়ে তুলছ তুমি হাই,
শীত ব্যাটাকে নাও না ডেকে—নইলে মারা যাই।

দাঁত ঠকঠক বুক শিরশির কনকনানি খুব!
দখিন হাওয়া আজ বিবাগী কোকিলগুলো চুপ!
চাঁদামামার মুখখানা চুন
সর্দি লেগে হয় বুঝি খুন
প্রাণের কাঁদন শিশির হয়ে ঝরছে রে টুপটুপ,
আজ কুয়াশার ফানুস-ঢাকা পূর্ণিমার ঐ রূপ!

বুড়ো শীতের ফোগলা মুখে বরফ-গোলা হাঁপ,
ঝাপটা মেরে দুনিয়াটাকে করল বুঝি গাপ।
কোত্থেকে যে জুটল অবুঝ
শুষিয়ে দিলে মনের সবুজ,
ফুলের সাথে হয়নিকো আর মৌমাছি আলাপ,
শিকার রাতের স্বপন দ্যাখে গর্তে ঢুকে সাপ।

বদ্দিবুড়ি ঢুলছে তবু, ঐ তো বুড়ির দোষ
লক্ষ বছর নিদ্রা দিয়েও মিটল না আফশোষ
ঠাণ্ডাতে বুক যায় কালিয়ে
পথ থেকে সব আয় পালিয়ে
আংরাটাতে কয়লা দিয়ে, চারপাশে তার বোস,
বন্ধ করে জানলা দুয়ার, আনরে বালাপোশ!

নরেন্দ্র দেব

পথের মাঝে

বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই
থামলে তো আর চলবে না,
হিমালয়ের বরফ জেনো
ঘামবে তবু গলবে না।
সামনে চেয়ে-এগিয়ে চলো
ভয় পেয়ো না বাদলাতে,
পয়সা যদি ফুরিয়ে থাকে
চালিয়ে নেব আধলাতে।
উপোস করে চলব তবু
কিছুর ভয়ে টলব না,
মনের কথা লুকিয়ে মুখে
শত্রুকে আর ছলব না।
বিঁধছে কাঁটা, ফুটছে কাঁকর?
ফুটুক তবু ছুটব হে,
ইন্দ্রদেবের স্বর্গটাকে
দু'হাত দিয়ে লুটব হে।
চাঁদের ঘরে কি কি আছে
উটকে চলো দেখব রে,
ধাক্কা দিয়ে তারায় তারায়
সূর্যে গিয়ে ঠেকব রে।

কালিদাস রায়

পরিণতি

ইঁদুর বলে বয়স হলে
আমি-ই হব হাতি,
দূর্বা বলে বংশ হব
আমি তো তার নাতি।
রুই কাতলা যা হোক হব
কয় পুঁটিমাছ হেঁকে,
গুগলি বলে শঙ্খ হব
হুগলী গাঙেই থেকে।

বনফুল

ঊর্মির ছড়া

ছাতের ওপর পায়রা করে
বকম বকম,
কইছে যেন কতই কথা
হরেক রকম।
হচ্ছে মনে বক্তৃতাতে দিচ্ছে যেন
ছাত ভরিয়ে
তাই না শুনে মেঘেরা সব
চড়বড়িয়ে
উঠল দিয়ে হাততালি
ওমা, দেখি ছাত খালি!
হুড়মুড়িয়ে পায়রাগুলো পালিয়ে গেল
দলকে দল
ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
অনর্গল।

কাজী নজরুল ইসলাম

মটকু মাইতি...

মটকু মাইতি, বাঁটকুল রায়,
ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যায়।
বেঁটেখাটো নিটপিটে পায়,
ছেতরে চলে, কেৎরে চায়।
মটকু মাইতি, বাঁটকুল রায়।

পায়ে পরে গোবদা বুট আর পট্টি,
গড়াইয়া চলে যেন গাঁটরি ও মোটটি।
হনলুলু সুরে গায় গান উদ্ভট্টি,
হাঁটি হাঁটি পা-পা ডাইনে বাঁয়।
মটকু মাইতি, বাঁটকুল রায়।

রাস্তায় তেড়ে এল এঁড়ে এক দামড়া,
টুঁস করে বাঁটকুর ছড়ে গেল চামড়া।
মটকুর চোখ ভয়ে হয়ে গেল আমড়া,
সে উল্টিয়ে সাতপাক ডিগবাজি খায়।
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়।।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রহাস

শিল্পীর শিরে পিলপিল করে
আইডিয়া
লেখেন যখন পুস্তক তিনি
তাই দিয়া
উইপোকা কয় চল এইবার
খাই গিয়া।

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

কানা বগি

ঐ দেখা যায় তালগাছ
ঐ আমাদের গাঁ
ঐখানেতে বাস করে
কানাবগির ছা।

ও বগি তুই খাস কী?
পান্তাভাত চাস কী?
পান্তা আমি খাই না
পুঁটিমাছ পাই না
একটা যদি পাই
অমনি ধরে গাপুর গুপুর খাই।

গিরিজাকুমার বসু

ঠাণ্ডার গল্প

বিধু বলে—আজকাল পাটনায় সে কি শীত
শুনে তুই একেবারে হয়ে যাবি স্তম্ভিত।
ভোরবেলা উঠে দেখি বুক কাঁধ ঘাড়-পিঠ,
বরফেতে জমে গিয়ে হয়ে গেছে ঠিক ইঁট!

নিধু বলে—ও তো ভারি, আমাদের গ্রামটায়
ঠাণ্ডা যে কি রকম শুনে হবি চুপ ঠায়।
ঘুম ভেঙে ঘটি নিয়ে গিয়ে কাছে গাইটার
দুধ দুই, যত দেখি—এ আবার কি ব্যাপার?
বিস্ময়ে সোজা হয়ে ওঠে গোঁফ জুলফি
বাঁট থেকে ক্রমাগত বার হয় কুলপি।

সুনির্মল বসু

ছড়া

সোনার গাছে হিরের ঝাড়,
খোকার হাতে ক্ষিরের ভাঁড়।
ক্ষিরের ভিতর মশার ডিম
আবছা ভোরে ঝাপসা হিম
ছাতিমতলায় হাতির নাচ
পিছল পথে হিজল গাছ
বকশি পাড়ার খ্যাঁক শিয়াল
আঁকশি নিয়ে যাচ্ছে কাল
মুণ্ডু সবার ঘুরায় রে
ছড়া আমার ফুরায় রে।।

স্বপনবুড়ো

খোকা

খোকা যখন হাসে,
ক্ষীর সাগরে সোনার কমল আপনি সুখে ভাসে।
পাখ পাখালি গায় কত গান,
ধীর সমীরণ মাতায় পরান
ময়ূরপঙ্খী নাওখানি যে আপনি ঘাটে আসে
লাখো লাখো ফুল ফুটে ভাই ডাকে নীলাকাশে।

খোকা যখন কাঁদে,
পাতালপুরীর কোন অজগর মনকে এসে বাঁধে।
রয় যে ঢাকা অরুণ আলো
দিনের বেলা পিদিম জ্বালো
কালোমেঘে আকাশখানি ঝড় বাদলে মাতে
রাজার মেয়ে যায় হারিয়ে দত্যি দানোর ফাঁদে।।

জসীমউদ্‌দীন

এত হাসি কোথায় পেলে

এত হাসি কোথায় পেলে
এত কথার খলখলানি
কে দিয়েছে মুখটি ভরে
কোন বা গাঙের কলকলানি।
কে দিয়েছে রঙিন ঠোঁটে
কলমী ফুলের গুলগুলানি।
কে দিয়েছে চলন বলন
কোন সে লতার দোল দুলানী।

কাদের ঘরে রঙীন পুতুল
আদরে যে টইটুবানি।
কে এনেছে বরণ ডালায়
পাটের বনের বউটুবানী।
কাদের পাড়ার ঝামুর ঝুমুর
কাদের আদর গড়গড়ানি
কাদের দেশের কোন সে চাঁদের
জোছনা ফিনিক ফুল ছড়ানি।

তোমায় আদর করতে আমার
মন যে হোলো উড়উড়ানি
উড়ে গেলাম সুরে পেলাম
ছড়ার গড়ার গড়গড়ানি।।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মশা-ই

মশা রে মশা
করেছিস কি দশা?
কামান দেগেও নেই কিরে তোর ধ্বংস,
বংশ পরম্পরায় মোরা খাচ্ছি রে তোর দংশ।
এখন শুধু এটম বোম-ই ভরসা,
ছাগল ছাড়া একেবারে সবাই হব ফরসা।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিদ্রাবীর

রামবাগানের রামু দে,
লোকটি বড়ই আমুদে,
দিনরাত্তির দাঁড়িয়ে ঘুমোন,
চক্ষু দুটি না মুদে।
ডাকলে বলেন, 'এই যে যাই,
মোটেই আমি ঘুমোই নাই।'
'ডাকছিল নাক?' শুধোয় লোক,
'ওটা আমার হাঁফের রোগ।'

জামবুনির হাম্বুদির বর
টেক্কা দেছেন তার ওপর;
ঘুমিয়ে রাতে সুধীর কর,
চালিয়ে বাইক ফেরেন ঘর,
আলের পথে মাইল চার।
হাত পা আছে আস্ত তাঁর,
চোখ বোজা রয়, নাক ডাকে,
পথিক ছাড়ে পথ তাঁকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইচ্ছে

এক যে ছিল তেপান্তর
 করত কেবল ধু ধু।
চাইল একা থাকার দুঃখে
 একটি নদী শুধু।
একটি নদী ছোট্ট নদী
 কুলুকুলু বইবে,
সাধ হলে তার সাথে দু'টো
 মনের কথা কইবে।
ছিল একটা ছোট্ট নদী
সাধাসাধি করতে,
তেপান্তরে বইতে রাজি
 হল একটি শর্তে।
পাহাড় আগে চাই একটা
 হবে তারই ঝর্ণা,
নইলে কে যায় তেপান্তরে
 দিক না যতই ধরনা!
বললে পাহাড় আসুক নদী
 ঝর্ণা হয়ে ঝরতে,
তার বদলে তাজ তুষারের
 চাই যে মাথায় ধরতে

তাই হল। সব পেল সবাই
 শাদা মুকুট পাহাড়,
ঝর্ণা থেকে হল নদী
 তেপান্তরের বাহার।
যার যা খুশি পেতেও পারে
 শুধু চাওয়ার আগে,
ইচ্ছেগুলোয় এই দুনিয়ার
 ছন্দ যেন লাগে।

রাধারানী দেবী

বার বিচার

সোমবারে ভাই জন্ম হলে সৌম্য হবে মূর্তি।
ইস্কুলেতে সবার প্রিয় মেজাজ সদাই ফুর্তি।।
মঙ্গলবার জন্ম হলে অমঙ্গলের ভয়।
পরীক্ষাটির সময় এলেই অসুখটি ঠিক হয়।।
বুধে যাদের জন্ম তারা বুদ্ধিমানই হবে।
যতই খেলুক—পাশের বেলায় উপর দিকেই রবে।
বেস্পতিবার জন্মালে হয় অল্প খেটেই পাশ।
বৃত্তি কিন্তু পায় না তারা লেটার ঘেঁষেও নাশ।।
শুক্রবারে জন্ম হলে নেই দুনিয়ায় ভয়।
পরীক্ষাতে তাদের খাতা আশির তলায় নয়।।
শনির জাতক একজামিনে পাবেই পাবে কম।
সঠিক জবাব লিখলেও হয় পরীক্ষকের ভ্রম।।
রবিবারে জন্ম যাদের, তারাই শুধু ধন্য।
পরীক্ষা না দিলেও আছে প্রাইজ তাদের জন্য।।

অন্নদাশঙ্কর রায়

নেমন্তন্ন

যাচ্ছ কোথা?
চাংড়ি পোতা।
কিসের জন্য?
নেমন্তন্ন।
বিয়ের বুঝি
না, বাবুজি।
কিসের তবে
ভজন হবে।
শুধুই ভজন?
প্রসাদ ভোজন।
কেমন প্রসাদ?
যা খেতে সাধ।
কী খেতে চাও?
ছানার পোলাও।

ইচ্ছে কী আর?
সরপুরিয়ার।
আঃ কী আয়েস!
রাবড়ি পায়েস।
এই কেবলি?
ক্ষীর কদলী।
বাঃ কী ফলার!
সবরি কলার।
এবার থামো।
ফজলি আম-ও।
আমি-ও যাই?
না, মশাই।

হরেন ঘটক

বক

ওরে বক এত শখ
হলো কোথা থেকে।
বাবাজি সাজিস কেন
ডোবা নালা দেখে?
ধ্যানে খাসা বসে যাস
তুলে এক ঠ্যাং,
বাগে পেলে ধরে খাস
পুঁটি চেলা চ্যাং।
চোখ তোর খাড়া হয়
টিবি হয় টান
কুঁচো মাছ কাছে গেলে
ভাঙে তোর ভান
মুনি বটে মনে হয়
দেখে লক্ষণ
আসলে তো খপ করে
মাছ ভক্ষণ।

শিবরাম চক্রবর্তী

হাতে হাতে আরাম

"ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!! হেঁচ্‌কি উঠছে এন্তার।"
এই না বলে হর্ষবর্ধন যেই না কাছে গেলেন তাঁর—
কী ক'রে এক চড় কষিয়ে দিয়েছেন তাঁর বাঁ গালে,
সহর্ষে শ্রীহর্ষকে যেই পেয়েছেন নাগালে।

"হাতে হাতে পেলেন তো ফল, দেখুন কেমন দাবাইটার,
এমনি করে একটি চড়েই হেঁচকি সারাই সবাইকার।
মোটে হাতের একটি চোটে এক চাপটের এ টোটকায়
হাতুড়ে-গোবদ্যি বলে তবু সবাই ঘোঁট পাকায়
যা বলে লোক বলুক না হক, ভয় করে না এ ডাক্তার
আরাম করে আরাম দিয়ে আরাম যা পাই আকছার।
সেরে গেলেন, তবু দেখি মুখ যে বেজায় গোমরা-ভার?"

—"আরে মশাই! আমার কি ছাই! হেঁচকি যে ভাই গোবরাটার!"

সুধীর খাস্তগীর

ছড়া

লাল সিং নীল সিং খেলছিল বকসিং
লাল বলে নীল তোর গায়ে বড় বেশি জোর।
নীল বলে ধুত্তোর— চালাকিটা জানি তোর,
ওই বলে খুশি করে ফাঁক তালে মার জোরে
লাল বলে এই নাও এ ঘুঁসিটা সামলাও
ওকি ভাই—কুপোকাত-- একেবারে ধূলিসাৎ!
এক-দুই-তিন...চার উঠে পড় এইবার
পাঁচ-ছয়-সাত...আট ওরে বাছা ষাট ষাট
নয়...দশ থামলাম তোর কাছে জিতলাম
হাতে হাত দাও ভাই —রাগ পুষে লাভ নাই।

ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘটনা

ছাতিমতলায় ছাতুবাবু দাঁড়িয়ে মাথায় ছাতাটি
চিবুচ্ছিলেন সাত ঘণ্টা জলবিছুটির পাতাটি।
হাঁকানুকি জঙ্গলেতে হাতি এবং হায়নাতে
ডিগবাজি খায় মুচকি হেসে মুখটি দেখে আয়নাতে।
মানুষ ধরে খাচ্ছে ফানুষ ব্যাপারটা কটমট না!
কে-ই বা জানে ত্রিভুবনে ঘটছে এসব ঘটনা।

অজিত দত্ত

আসল কথা

একটি আছে দুষ্টু মেয়ে,
একটি ভারি শান্ত,
একটি মিঠে দখিন হাওয়া,
আরেকটি দুর্দান্ত।
আসল কথা, দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
হঠাৎ ভালো, হঠাৎ সেটি
দস্যি হয়ে ওঠে।

একটি আছে ছিচকাঁদুনি,
একটি করে ফুর্তি,
একটি থাকে বায়না নিয়ে,
একটি খুশির মূর্তি।
আসল কথা, দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
কান্নাহাসির লুকোচুরি
লেগেই আছে ঠোঁটে।

একটি মেয়ে হিংসুটি আর
একটি মেয়ে দাতা,
একটি বিলোয়, একটি কেবল
আঁকড়ে থাকে যা তা।
আসল কথা, দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
মনের মধ্যে হিংসে আদর
চর্কিবাজি ছোটে।

প্রভাতকিরণ বসু

দুদ্দাড়

দাড়ি নেড়ে বুড়ো আসে
কথকতা শেখাতে,
দাঁড়ে থাকে টিয়া পাখি
দাঁড়ি পড়ে লেখাতে।
দেড়া দাম লাগে যদি
কেন ওটা কিনবে?
দাঁড়া আছে কাঁকড়ার
দেখেই তো চিনবে।
দড়ি ধরে উঠে যাও
দেড়টার পরেতে,
কাজে যদি দড় হও
বসে কেন ঘরেতে।
'দ'কে আর 'ড়'কে নিয়ে
এত যদি ঝঞ্ঝাট,
দৌড়েই যাও চলে
থেমে যাবে কনসার্ট।

বন্দে আলী মিয়া

টিকটিকি পড়ে খোকার বই

সন্ধে বেলায় ডাকছে ফেউ?
বাঘ দেখেছো তোমরা কেউ?
লেপের ভিতর কাজলা পুষি
খোকা তাইতে দারুণ খুশী
ঘরের চালে টিকটিকি ওই
পড়ছে বসে খোকার বই।
পুষির মুখে বেজায় হাসি
ইঁদুর ধরে একশ আশি—
ভাবছে মনে মারবে বাঘ
হাতির 'পরে ভীষণ রাগ,
সিংহ হাতি মারবে সুখে
হেথায় রবে কোন বা দুখে।

বুদ্ধদেব বসু

বিদ্যাসুন্দর

বলতে পারো, সরস্বতীর
মস্ত কেন সম্মান?
বিদ্যে যদি বলো, তবে
গণেশ কেন কম যান?
সরস্বতী কি করেছেন?
মহাভারত লেখেন নি।
ভাব দেখে তো হচ্ছে মনে,
তর্ক করাও শেখেন নি।
তিন ভুবনে গণেশদাদার
নেই জুড়ি পাণ্ডিত্যে
অথচ তার বোনের দিকেই
ভক্তি কেন চিত্তে?
সমস্ত রাত ভেবে ভেবে
এই পেয়েছি উত্তর—
বিদ্যা যাকে বলি, তারই
আর একটি নাম সুন্দর

লীলা মজুমদার

খুদে পাখি

খুদে পাখি মাথায় তুলি,
উড়িয়ে দিলাম আকাশ পথে।
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি,
যাচ্ছে চড়ে সোনার রথে,
মাঝগগনের সূর্য পানে,
ভরিয়ে ধরা গন্ধে গানে।

বিষ্ণু দে

বুড়ো ভুলোনো ছড়া

আয় বৃষ্টি হেনে,
ছাগল দেব মেনে,
বোমা যাবে ডুবে
ডাকাতের দল উবে।

আয় বৃষ্টি হেনে
ধান বিচালি মেনে
জবাব দেব বোমায়
ডাকাত যেথা ঘুমায়

আয় বৃষ্টি হেনে
চরকা দেব মেনে
বোমা যাবে ফেঁসে
এদেশ সর্বনেশে।

আয় বৃষ্টি হেনে,
পরমায়ু দিই মেনে,
কামান দাগায় বাজে
চোরা পালায় লাজে।

উড়ো জাহাজ নোঙর তোল
ডাকাত ডিঙির ফাটক খোল
এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার
তিরিশ কোটির হাতিয়ার

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো আনা ভাত ঘরেই খা
ছ'পণ ছ'কুড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ি
বৃষ্টি আসে হেনে
সব দিয়েছি মেনে।

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

একুশখানা বই

দশ বছরের মিন্টুরানীর
একুশখানা বই,
হাসি খেলা গান বাজনার
সময় তাহার কই?
'ইংরাজি' ও 'সংস্কৃত'
'অঙ্ক' 'প্রিসি' 'এসে'
সময় কোথা দু'পাঁচ মিনিট
গল্প করে হেসে।
আরও আছে 'বিজ্ঞান' ও
'ভূগোল' 'ইতিহাস',
পড়ার চাপে মিন্টুরানীর
প্রাণ করে হাঁসফাস।
ছোট্ট মেয়ের মাথার ওপর
একুশখানা বই,
কে চাপালো? ভেবে ভেবে
অবাক হয়ে রই।

হাসিরাশি দেবী

হাতে কলমে

সইয়ের বইয়ের কভারে যেই এঁকেছি কই মাছ,
তড়বড়িয়ে উঠলো গিয়ে সামনে দেখে ওই গাছ।
সেই গাছে সে ডিম পেড়েছে দুটো
একটা ভালো, একটা আবার ফুটো।
সেই ফুটো দে' কই ছানা গে সটান দিলে লাফ
এক্কেবারে সমুদ্দুরে, সক্কলে অবাক।

দেখেন নি সেই দৈনিকে যে লিখলে মেছো দাদা,
সেই থেকে রোজ ভরিয়ে শুধু আঁকছি কেবল খাতা।
কত যে মাছ চুনো-পোনা নাম কি জানি তার,
ভাবছি মনে একদিনে ঠিক মিলবে পুরস্কার।
বলো তো ভাই সবাই মিলে এ কথা ঠিক কি না?
এর বেশি আর বলবো কি তার কিছুই জানি না।

আশাপূর্ণা দেবী

ময়নার বায়না

ময়না দোকান যায় না
তবুও করে বায়না
চুল বাঁধবে, মুখ মাজবে
চাই একটা আয়না।
ক্রীম-পাউডার মাখবে
তেল-চিরুনি রাখবে
চাই একটা লম্বা টেবিল-আয়না।

করুণাময় বসু

মিথ্যেকথায় সিদ্ধিলাভ

বদ্যিবাটিব আদ্যিচরণ মিথ্যেকথায় সিদ্ধ ছিল,
আদ্যি নাকি পদ্য লেখায় বিশেষ কৃতবিদ্য ছিল।
রবিঠাকুর হার মেনে যায়, ছন্দ এমন মিষ্ট ছিল
কেউ পড়ে নি সেই কবিতা, আদ্যি নিজে হৃষ্ট ছিল

আদ্যি বলে যৌবনেতে বাঘ শিকারে দক্ষ ছিল
স্বনামধন্য জিম করবেট তাঁহার সমকক্ষ ছিল।
মাউন্ট এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয়ে সদাই তাহার লক্ষ্য ছিল,
স্যার হিলারি ও তেনজিং-এর সঙ্গে খুবই সখ্য ছিল।

ফুটবলে সে পারদর্শী এমনিতরো ভঙ্গী ছিল,
খেলার মাঠে গোষ্ঠ, কুমার, সামাদ তাহার সঙ্গী ছিল।
প্রশ্ন করি তোমার সঙ্গে আর কে কে খেলেছিল?
বললে হেসে, বেকেনবাওয়ার, মারাদোনা আর পেলে ছিল

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঝিলিমিলি

খুকু বলে, আয় খেলি পদ্যের মিলমিল।
ঝাউ বনে রোদ কাঁপে ঝিলমিল ঝিলমিল।।
মুখে আমি বলে যাই, লেখ তুই খোল খাতা।
খোকা বলে ভালো মিল, "খোল খাতা, কোলকাতা।।"
খুকু বলে, "বারে খোকা, কী যে ভালো মিলটা।"
খোকা দেখে আকাশেতে উড়ে যায় চিলটা।।
মিলমিল খেলা ছেড়ে চেয়ে থাকে দু'জনে।
হঠাৎ চমকে ওঠে কোকিলের কূজনে।।

অশোকবিজয় রাহা

মায়াতরু

এক যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দু'হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গর্‌গর্‌
বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত এসে
কোথায় বা সে ভালুক গেল, কোথায় বা সে গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।

ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কী যে,
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হল যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।

মৌমাছি

ছড়া

শাখাওলা শাঁখারী
চাঁছাছোলা বাখারি
ডোমপাড়ার ডুমনি
শাঁখা পরো মা ঝুমনি
দাম কোথা রে? পাখির খাঁচা
পাখির খাঁচায় হাঁড়ি চাঁচা
খাঁচা-পাখি দুটোই দুবো
শাঁখ-জোড়া মাগনা নুবো।

মোল মহুয়ার ঝোল রেঁধেছি
সেঁকছি স্যাতা ঢোল
গোল করো না ওল বেটেছি
ডেকচি দুটোয় ঘোল
বোল ফুটেছে ভোল ঘুচেছে
উঠবে হাসির রোল
তোল সকলে খোল বাজিয়ে
খুব সে পটল তোল।

সুফিয়া কামাল

ছড়া

ছড়া ছড়া কলার ছড়া, পাকলে পরে খাও,
খালের পাড়ের হিজল ছড়া গলায় পরে নাও।
আম গাছেতে জাম গাছেতে ফলতো নাকি ছড়া,
তাল গাছেতেই এখন নাকি ফলবে তালের বড়া।
হাত বাড়িয়ে মুখে দিলেই লাগবে নাকি মজা,
আখের ক্ষেতে চিনির রসে ফলছে জিভে গজা।
মৌমাছিরা মৌচাকাতে করছে মধু জড়ো,
সেইখানেতেই আছে নাকি রসগোল্লা বড়।
দুধ দুইয়ে গোয়ালারা রাখছে ভরে ঘড়া,
সেইখানেই যাচ্ছে পাওয়া রসঝরা, রসবড়া,
এত মজার খাবার জিভে রস টসটস করে,
খেতে গেলে পয়সা লাগে, দিলাম ছড়ায় ভরে।
চোখে চোখে খেতে পারলে পাবে সবার স্বাদ,
সত্যিকারের চাইলে খেতে বাড়বে অপরাধ,
আরও আছে ঘড়ার মধ্যে পান্তা ভাতে ঘি,
হবুচন্দ্র রাজার দেশে আর খাবেটা কি?

ধীরেন বল

গোবরমামা

ব্যস্তবাগীশ গোবরমামা ভারি,
কখন কি যে বিপদ ঘটে তারি—
কী করে যে কাটবে সে সব ফাঁড়া
দিনরাত্তির ভেবে ভেবেই সারা।

সেদিন তিনি পাশের ঘরে সাঁঝে
ব্যস্ত ছিলেন কি যেন এক কাজে,
কেলো পড়ে মাস্টা'মশার কাছে
কালকে আবার ভূগোল পড়া আছে।
মাস্টা'মশাই বোঝান সহজ করে—
সূর্যটা ষাট কোটি বছর পরে
এমনি ধারা থাকবে না তো, ক্রমে
তেজটা যাবে একেবারে কমে।
পৃথিবীও যাবে তখন মরে
আজ থেকে ষাট কোটি বছর পরে।

ও ঘরেতে গোবরমামা হাঁফান
খেপে গিয়ে মেঝের পরে লাফান।
আনো আনো জল আনো আর পাখা
গোবরমামায় যায় না ধরে রাখা
"হায় কি হবে, হায় কি হবে"—বলে
ভিরমি খেয়ে মেঝেয় পড়েন টলে।
জ্ঞান পেয়ে ফের বসেন তিনি উঠে
পাশের ঘরে হঠাৎ গেলেন ছুটে—
মাস্টা'মশাই বলুন ব্যাপারটা কি?
সূর্য নেভার আর ক'বছর বাকি?
বলুন তো ঠিক আর ক'বছর পরে
এই পৃথিবীর সবাই যাবো মরে?
মাস্টা'মশাই বলেন—"দেরি আছে
অনেক বছর, ষাট কোটিরই কাছে।"
মামা বলেন, "আঃ বাঁচালেন তবে,
ভেবেছিলাম সাত কোটি বা হবে।"

অজিতকৃষ্ণ বসু

পাগলা গারদের ছড়া

কাক ডাকে কা-কা বলে কাকা তবু চুপচাপ,
আকাশের মেঘ থেকে জল ঝরে ঝুপঝাপ।
দেয়ালের ঘড়ি বাজে আনমনে ডিং ডং,
জল ঝরা থেমে আসে রামধনু তিন রং।
ভিজে গেছে পথঘাট, ভিজে গেছে গাছেরা,
হাসে তাই ফিকফিক পুকুরের মাছেরা।
দাঁড়ে বসে গান গায় ও বাড়ির ময়না,
বড় বৌ পান সাজে, গায়ে তার গয়না।
সা নি ধা পা মা গা রে সা গান গায় দাদারা,
তাই শুনে গেয়ে ওঠে ধোপাদের গাধারা।
নদী জলে ভেসে চলে মাল ভরা নৌকো,
হাল ধরে বসে মাঝি পালখানা চৌকো।
শেয়ালেরা শুরু করে হুয়া হুয়া গাইতে
বলে, 'মোরা কিসে কম মানুষের চাইতে?
বনে বনে আছে ঢের বাঘ, হাতি, হায়না,
আমাদের মত ভালো গান কেউ গায় না।'

কাজী আবুল কাসেম

আমির কুমিরের ছড়া

আকাশেতে পাতালেতে
পুকুরের চাতালেতে
আম-জাম-কাঁঠালেতে
রুম ঝুম্ ঝুম্!
আসলেতে নকলেতে
খাটুনির ধকলেতে
বুড়ো-গুঁড়ো সকলেতে
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম!
এপারেতে ওপারেতে
আঁধারের পাথারেতে
কে কে যাবি সাঁতারেতে
ছুম্ ছুম্ ছুম!
আমিরেতে কুমিরেতে
টেবিলেতে লুঙি পেতে
মচ্‌মচা মুড়ি খেতে
হুম্ হুম্ হুম্!

দিনেশ দাস

নববর্ষের ভোজ

বণিক প্রভু! মহাপ্রভু!
নতুন বছর আসল তবু
নেইকো ঘরে খুদের গুঁড়ো, নেইকো কড়ি,
কেমন করে তোমায় রাজা তোয়াজ করি?

না হয় হলাম দীন ভিখারি,
শূন্যহাতে তোমার কাছে আসতে পারি?
এনেছি তাই তোমার ঘরেই তৈরি নাড়ু নতুন ভাবে
মহাপ্রভু, গরম বোমার লাড্ডু খাবে?

গরুর হাড়ে মানুষ হাড়েও অবিকৃত
তোমার মাড়ি কঠিন হল কঠিনতর,
এনেছি তাই বারুদ-রুটি রাশীকৃত
মহাপ্রভু আহার করো, আহার করো!

রবিদাস সাহারায়

সস্তার মজা

পোস্তায় পাওয়া যায় পোস্তর দানা
সস্তাতে মিলবে যে আছে তাই জানা
হাঁদুরাম তাড়াতাড়ি
চড়ে তাই ট্রাম গাড়ি
চলে গেল খুশিতে সে হয়ে আটখানা
দর কষে শস্তার
মণ আছে বস্তার
অবশেষে পোস্ত সে কেনে এক আনা

হোসনে আরা

ভূত ভাগানো ছড়া

শ্যাওড়া গাছে ভূতের বাসা
ভূতটা ছিল কানা
চোখ সারাতে এল সেথা
খ্যাঁকশিয়ালের নানা
বানর এল সাথে
ওষুধ নিয়ে মাথে
শাবল কোদাল নিয়ে আসে
বনবিড়ালের মাসি
তাই না দেখে ভূত বেচারা
পালিয়ে গেল কাশী

আহসান হাবীব

হুজুর

বাদশা হুজুর বাদশা হুজুর—
সারাটা দিন হুজুর হুজুর!
হুজুর তবু টলেন না
একটা কথাও বলেন না
হাত-পা কিছু নড়ছে না
চোখে পলক পড়ছে না।
বাদশা হুজুর ঝিমঝিমায়;
সবাই বলে, হায়রে হায়।
হায় হুজুরের খবর কি?
অসুখ বিসুখ জবর কি?
দুঃখে উজীর চাপড়ে বুক
বললে, হুজুর খুলুন মুখ—
যার যা নালিশ শুনেই নিন,
বিচার ক'রে বিদায় দিন।
বাদশা হঠাৎ ছাড়েন রব,
দেখছি তোরা বেকুব সব।
বিচার পেলে থাকবে কে?
হুজুর বলে ডাকবে কে?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্যালারামের ছড়া

শখ করে এনে দাদা পুঁতেছিনু ওল—
গিন্নি দিয়েছে রেঁধে তাই দিয়ে ঝোল।
এক গ্রাস খাওয়া যেই
আমি আর আমি নেই
চক্ষের নিমেষেই গাল গলা ঢোল

আগ্রায় গিয়ে আমি হয়ে যাই তাগড়া
তাড়াতাড়ি কিনে ফেলি ইয়া এক নাগরা
খুশি হয়ে দিয়ে পায়
শেষে করি হায় হায়
ভিতরে কাঁকড়া বিছে—কী দারুণ বাগড়া

ফররুখ আহ্‌মদ

সবাই রাজা

চাও যদি ঠাঁই রাজার ভাগে
যাও তবে ভাই রাজার বাগে
রাজারাজড়া ঘরে ঘরে
সেখানটাতে বসত করে
কেউ বা গরুর চোয়াল ধরে
কেউ বা সড়ক জরিপ করে
কেউ বা আবার কলম পেষে
কেউ পিঠে চায় মলম শেষে
মন সেখানে সবার তাজা
রাজার বাগে সবাই রাজা

ইন্দিরা দেবী

আবোল তাবোল

কোথা যাবে? কালীঘাট, লালদীঘি, ঝরিয়া
লজ্জা ও রাগ কেন? হয়ে যাও মরিয়া।
কালীঘাটে গেলে ভাই ঘাট নাহি পাবে গো,
লালদীঘি নামে লাল, নীল জলে নাবে গো।
তার চেয়ে বলি তুমি সোজা যাও কাশীতে,
সেথা বাধা নাহি দেয় হাসিতে ও কাশিতে,
করো যাহা ভালো হয়, মন তব যাহা চায়
ভৈরবী ধরো তান যদি মন গান গায়।
আমারে যে বলেছিল ও পাড়ার প্যালারাম!
কাশীবাসী হলে ভাই সবে গায় রাম নাম।
যাহাদের কোনদিন কামড়েছে কুকুরে
হয় ভোর সন্ধ্যায়, নয় বেলা দুপুরে।
যাহাদের কোনদিন গুঁতিয়েছে ছাগলে,
তাহাদের নিশ্চয় তাড়া করে পাগলে।

মণীন্দ্র রায়

সে খুঁজে পায়

মুখ থাকলে
যেমন চলে বায়না,
হাত থাকলে
তেমন কিছু
পদ্য লেখা যায় না।
মায়ের ঘরে মায়ের পাশে
যার দু'চোখে স্বপ্ন আসে
সেই খুঁজে পায় মনের মধ্যে
পদ্য লেখার বায়না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিড়িয়াখানা

কোলা ব্যাঙের ছা
কথা বলেন না
কথা বললে ভাঙবে ধ্যান
তিনি শুধুই ভাষণ দ্যান

জাগুয়ার
খাবেন না সাগু আর
রোজই বলেন মেজদিকে
খাবেন তিনি শেঠজিকে

রাত দুপুরে তিনটে বানর,
কেবল বলে, 'পকেটে পোর।'
'কাকে রে কাকে?'
—'সূর্যটাকে।'

ভোট দিও না হাতিকে,
ভোট দিও তার নাতিকে।
ভোট দিও না গাধাকে,
ভোট দিও তার দাদাকে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দু'রকম

' রাম দুই তিন চাব
কাটলে কুটলে দিও আইডিন টিনচার
পাঁচ ছয় সাত আট
রাস্তায় ও কিসের মার-মার-কাট-কাট?
নয় দশ এগাবো
নেই আর জমিদার, উঠে গেছে বেগারও।
বারো তেরো চোদ্দ
দাদু লেখে নাতনির বিবাহের পদ্য।

এক দো তিন চার পাঁচ ছে
আরে আরে তুমলোগ পানি ভি তো খাচ্ছে।
সাত আঠ নও দশ ইগারা
তুম খাবে কচৌড়ি, আমি খাবে শিঙাড়া।
বার তেরা চৌদ্দা
হাথে থলি করেঙ্গে বাজাবমে সওদা
পন্দরা ষোলা ঔব সাতবা
ভাষায় সে ভাসাভাসি, পাবিস তো সাঁতবা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ঘুম তাড়ানি ছড়া

ঘুম আয়রে আয়। ঘুম আয়রে আয়। ঘুম আয় মেঘের
সুর সাততলার। মেঘ রূপকথার দূর পথ শুধাও
মন ওঠরে ওঠ মন ছোটরে ছোট চল এই দেশের
পার ক্ষেত খামার। পথ নেই খামার আর মন উধাও।
ঘুম আয়রে আয়। ঘুম আয়রে আয়। ঘুম পথ শেষের।

ঘুম আসছে না। ঘুম আসছে না। ঘুম সাততলায়
মন উড়তে চায় আর পথ না পায়। মাঠ ঘাট জাঙাল
এই বাংলাদেশ এর স্বপ্নশেষ — এর প্রাণ জ্বালায়
সব পঙ্গপাল। ভাই ধান সাফল। ভাই মান সামাল
ঘুম আসছে না। ঘুম আসছে না। ঘুম - তাই পালায়

সত্যজিৎ রায়

জবরখাকি

বিল্লিগি আর শিথলে যত টোবে
গালুমগিরি করছে ভেউ-এর ধারে
আর যত সব মিমসে বোরোগোবে
সোমতারাদের গেবগেবিয়ে মারে।

'যাসনি বাছা জবরখাকির কাছে
রামখিচুনি রাবণ কামড় তার,
যাসনি যেথা জুবজু বসে গাছে
বাঁদরছ্যাঁচা মুখটি ক'রে ভার।'

তাও সে নিয়ে ভুরপি তলোয়ার
খুঁজতে গেল মাংসুমি দুশমনে,
অনেক ঘুরে সন্ধে যখন পার
থামল গিয়ে টামটা গাছের বনে।

এমন সময় দেখতে পেল চেয়ে
ঘুল্‌চি বনে চুল্লি চোখের ভাঁটা
জবরখাকি আসছে বুঝি ধেয়ে
হিলফিলিয়ে মস্ত করে হাঁ-টা।

সন্‌ সন সন্‌ চলল তরবারি।
সানিক সিনিক। জবরখাকি শেষ।
স্কন্ধে নিয়ে মুণ্ডখানা তারই
গালুম্ফিয়ে যায় সে আপন দেশ।

'তোর হাতেতেই জবরখাকি গেল?'
শুধোয় বাপে চামুক হাসি হেসে।
'আয় বাছাধন আয়রে আমার কেলো,
বিম্বি আমার, বোস-না কোলে এসে!'

বিল্লিগি আর শিথলে যত টোবে,
গালুমগিরি করছে ভেউ-এর ধারে
আর যত সব মিম্‌সে বোরোগোবে
সোমতারাদের গেবগেবিয়ে মারে।*

● লুইস ক্যাবল অবলম্বনে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ঘুম পাড়ানি

আয় ঘুম, আয় ঘুম,
বৃষ্টির মত আয় রুম ঝুম ঝুম।

আয় মেলে প্রজাপতি পাখনা
যাক ছেয়ে চারিদিক যাক না
খুকুর কপালে দাও কুমকুম
খোকনেরে চুম।

বনে ঘুমোয় বাঘ
নদীতে কুমির,
ঘুম যায় রাজারানী উজির আমির
ঘুম এল ঘুম এল ময়নামতীর
ঘুম ঘুম কুয়াশায়
সব নিঃঝুম।
বক বক বকে যাক
ঘড়ি খামখেয়ালে,
টকটক টিকটিকি
ডাকুক না দেয়ালে।
পোল দিয়ে বোল তুলে
রেল যায় ঐ—
গুম গুম গুম।।

মনোজিৎ বসু

শিলিং-পাউন্ড-পেনি

সাহেব যাবে দারজিলিং
সঙ্গে মোটে চার শিলিং
তাই নিয়ে সে ঘুরতে চায়
এরোপ্লেনে উড়তে চায়
জুটিয়ে আরো তিন পাউন্ড
প্লেন—শোনে সে চীন বাউন্ড
চীন যেতে সে নয় রাজি
তার চেয়ে যাই বেনগাজি
যখন মনে এই ফিলিং
সাহেব দেখে নেই শিলিং
বেনগাজিতে যায় না প্লেন
তাই না শুনে ধরতে ট্রেন
ছাড়ল সাহেব এয়ারপোর্ট
স্কন্ধে নিয়ে ওভারকোট।
ইষ্টিশানে পৌঁছতেই
দেখল সাহেব কিচ্ছু নেই—
নেই সে পাউন্ড—লাগল তাক
পকেট-কাটা চিচিং ফাঁক!
কিন্তু সাহেব দমলো না
উৎসাহ তার কমলো না
কুড়িয়ে পেয়ে থ্রি পেনি
চলল হেঁটে ত্রিবেণী।

সরদার জয়েনউদ্দীন

ছড়া

উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে
চাপিয়ে দিল রাজা,
উদো বলে, বুধোরে ভাই
বাজা বগল বাজা।
বুধো বলে, ঢ্যাম কুড় কুড়
তাক ধিনা ধিন্ ধিন্,
ভাই বলে হায় চাপলে ঘাড়ে
সিন্ধবাদের জ্বীন।
ফুস্মন্তর পড়বো,
এই জ্বীনটা ধরবো।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাঘের থাবা

রামু বলল, "ওরে ব্বাবা,
দেখে এলাম বাঘের থাবা!"
শামু বলল, "কোনখানে রে?"
রামু বলল, হাত পা নেড়ে,
"ক্যানিং থেকে খানিক দূরে
ঘুরছিল সে মানিকপুরে।
যেমন হাঁ তার তেমনি থাবা
ওরে ব্বাবা, ওরে ব্বাবা!"

মানিকপুরের থেকে শামু
ঘুরে এসে বলল, "রামু,
বাঘের গপ্‌পো ফেঁদে পাড়ার
লোকগুলোকে হাসাস নে আর।
বাঘ ভেবেছিস তুই যাকে সে
কালকে গেল ব্রহ্মদেশে
মাথায় দিয়ে শোলার টুপি,
ব্যাঘ্র নয় সে, বহুরূপী।"

নরেশ গুহ

রুমির ইচ্ছে

আমি যদি হই ফুল   হই ঝুঁটি বুলবুল   হাঁস
মৌমাছি হই   একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই   বাড়ি থেকে দূরে যাই
ছেড়ে যাই ধারাপাত   দুপুরের ভূগোলের ক্লাস
তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব   রোজ
পায় না আমার কেউ   খোঁজ
তবে আমি উড়ে উড়ে   ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক   ভোজ
হোক আমার এলো চুল   তবু আমি হই ফুল   লাল
ভরে দিই ডালিমের   ডাল
ঘড়িতে দুপুর বাজে   বাবা ডুবে যান কাজে
তবু আর ফুরোয় না আমার   সকাল।

আশা দেবী

বিশ্বাস করো দাদা

বিশ্বাস করো দাদা—
মনে কত আশা হরেকরকম,
বরাতের দোষে সকলি জখম
ডাল রুটি সাথে খেয়ে চম্‌চম্‌
সুর সাধি মা-মা-গা-ধা!
মনে হয় দাদা যাই চলে চাঁদে—
সুদূরের লাগি পরাণ যে কাঁদে,
মোট ঘাট নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাধে
কপাল এমনি তরো;
তার চেয়ে দাদা, এস যাওয়া যাক—
ত্রিকোণ পার্কে ঘুরি তিন পাক,
ঝঞ্ঝাট ল্যাঠা সব চুকে যাক
ফুচকায় পেট ভরো।

রোকনুজ্জামান খান

ডাক পিওন

ছাতা মাথায় ব্যাঙ চলেছে
চিঠি বিলি করতে
টাপুস টুপুস ঝরছে দেয়া
ছুটছে খেয়া ধরতে।

খেয়া নায়ের মাঝি হলো
চিংড়ি মাছের বাচ্চা
দু'চোখ বুজে হাল ধরে সে
জবর মাঝি সাচ্চা।

তার চিঠিও এসেছে আজ
লিখছে বিলের খলসে
সাঁঝের বেলার রোদে নাকি
চোখ গেছে তার ঝলসে।

নদীর ওপার গিয়ে ব্যাঙা
শুধায় সবায়, ভাইরে
ভেটকি মাছের নাতনি নাকি
গেছে দেশের বাইরে?

তার যে চিঠি এসেছে আজ
লিখছে বিলের কাতলা
এবার সারা দেশটি জুড়ে
হবে দারুণ বাদলা।

তাই তো নিলাম ছাতা কিনে
আসুক এবার বরষা
চিংড়ি মাঝির খেয়া না আর
ছাতাই আমার ভরসা।

জ্যোতিভূষণ চাকী

ছড়া

একটি পাতা জাগো গো—
একটি পাতা জাগে
সোনারোদের মিষ্টি হাসি
পাতায় এসে লাগে।
সোনা দেখুক হিরে দেখুক
কে দেখে কার আগে,
প্রজাপতি নাচে পাতায়
আনন্দে সোহাগে।
সোনা দেখুক হিরে দেখুক
কে দেখে কার আগে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুচিকিৎসা

বদ্যিনাথের সর্দি হল কলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা করে জোলাপ নিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বলল কেশে, "বড়ই কঠিন ব্যামো,
এসব কি সুচিকিৎসা? আরে আরে রামঃ।
আমার হাতে পড়লে পরে এক্স-রে করে দেখি
রোগটা কেমন কঠিন কিনা—আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানেতে থাকুক
আইস ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন তো রাখুক।
ইঞ্জেক্‌শান নিতে হবে, অক্সিজেনটা পরে
তার পরেতে দেখব এ রোগ থাকে কেমন করে?"
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হল ভারী
সর্দি হলে এমন তরো? ধন্য ডাক্তারী।

হাবীবুর রহমান

নাকের ডগায়

আজবও নয়, গুজবও নয়
সত্যি কথাই বটে,
এই জগতে মজার ব্যাপার
কতো কিছুই ঘটে।
হাতীর সাথে চলেন মাহুত
দেড় আঙুলের নাতি,
কোলা ব্যাঙের বাচ্চারা সব
ফুটিয়ে রাখে ছাতি।
বাঘের সাথে ঘোরেন ফেরেন
ফেউটা বিরাট কতো,
হায়েনারা সব ডাকলে শোনায়
আজব হাসির মতো।
নিয়ন বাতি জ্বালায় মাছে
গভীর সাগর তলে
শুক্তি নামক প্রাণীর খোলে
মুক্তো কেমন ফলে।
তবুও কেউ শুনেছ কি
আজব কোন হাটে,
ঘোড়া ভ্যাড়া কাৎলা পুঁটি
এক দামেতেই কাটে।
আজবও নয় গুজবও নয়
সত্যি কথাই বটে,
দেখছি চেয়ে ব্যাপারটা যে
নাকের ডগেই ঘটে!

হাসান জান

রঙিন ছড়া

রং তুলিতে ছোপ্ ছাপ,
মাঠের পাশে ঝোপ্ ঝাপ্।
ঝোপের পাশে সোনার গাঁও,
একটুখানি বসে যাও।
বসতে বসতে সন্ধ্যা,
বইছে বাতাস মন্দা।
খালের উপর ছোট্ট নাও,
ছোট্ট না'য়েই পাড়ি দাও।
আঁকছে খুকু রঙ্গে,
সবুজ সোনার বঙ্গে।

আশরাফ সিদ্দিকী

ঘুমতাড়ানী গান

'কোথায় আমার চাঁদমণি
মুচকি হাসি মুখখানি
ঝাঁপিয়ে কোলে আয় দেখি মা,
গাল ভ'রে দি' হাজার চুমা!'...

বিন্নী ধানের মাঠের ধারে
পুন্নি পুকুর পাড়ে
ঘি মউ মউ আম কাঠালের বনে
কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াতে
কোন সে মায়ের মনে
ছড়ার সোহাগ ছড়িয়ে যেত
সুখের গৃহ কোণে...
আমরা এসে পাইনিকো এক কণা
আমরা এসে দেখেছি সেই সোহাগবতী মায়ের চোখে
কেবল অশ্রুকণা!

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

ছড়া

রাজারে রাজা—এ কেমন সাজা
উঠতে গেলে বসতে বলিস
বসতে গেলে ছুটতে।
হরিণ হয়ে ছুটি যদি
বলিস তখন উঠতে।
হাতে পায়ে শিকল দিলি
কেমন করে উড়বো।
বুকে জ্বালা মুখে তালা
কেমনে মুখ খুলবো!

মা বলেছে মরার কালে
ফসল ভালবাসতে
ধান করেছি সোনার বিলে
তোমার হাতে কাস্তে।

লালকে বলিস কালো রাজা
নীলকে বলিস লাল।
মিষ্টিকে তুই তেতো বলিস
টক্‌কে কেন ঝাল?

ভাই মেরেছিস—বোন মেরেছিস
কেমন করে হাসবো
এবার যদি হাসতে বলিস
বজ্র হয়ে আসবো।

রেবতীভূষণ ঘোষ

ফেলনা কড়ির ছড়া

পুজোর বাজার সব চড়া দর
ছড়াই শুধু সস্তা কি?
আসলি-রূপোয় বাজার বিকোয়
ছড়ার বেলায় দস্তা কি?
ওই যে হোথায় জাহাজ ঘাটায়
হাজার জিনিস ওরা পাঠায়,
শুকনো কিম্বা রসাল ছড়া—
আসছে বস্তা বস্তা কি?
তবুও ওই চড়াইগুলো—
লড়াই করে ওড়ায় ধুলো
এমনিতে যে ছড়া শোনায়
নেহাতে-ই নীরস তা কি?

আতোয়ার রহমান

ছড়া

তাই তাই তাই, এখন মামার বাড়ী যাই,
মামার বাড়ী নীলফামারি, দেখাশোনা নাই।
নীলফামারির বিপদ ভারী, খান-সেনাদের ঘাঁটি,
মামা গেছেন কাঁকনতলা, মামী কামারহাটি।
কামারহাটির মুক্তি পার্টি আনবো আমি ডেকে,
খান-সেনাদের লাল মুণ্ডু কাটবো একে একে।
মামা আসবেন ফিরে তখন, মামী আসবেন ফিরে,
নীলফামারির মামার বাড়ী হেসে উঠবে ধীরে।
তারপরেতে বলবে খুকু, মামার বাড়ী যাই,
মামার বাড়ী ভারী মজা, খান-সেনারা নাই!

প্রভাকর মাঝি

হাতির গল্প

হ্যাঁ হ্যাঁ সব শুনেছি রে, ভেবেছিস কালা কি?
শুঁড় নেই হাতি তবু, পেয়েছিস চালাকি?
দাঁতাল মাতাল কত হাতিদের বাহিনী,
দেখে দেখে পচে গেছি—থামা তোর কাহিনী।
কলাপাতা ছোঁবে না ও বলছিস কি অত?
থালা থালা পান্তোয়া লুচি সাঁটে নিয়ত।
কান দুটো পড়ায় না মনে দুটো কুলোকে।
ছদ্মবেশে কি তবে এল কেউ ভুলোকে?
আবার বলিস চার পেয়ে নয় সে হাতি,
বুঝিলাম ধরেছিস গুলিটুলি নেহাৎ-ই।
মানুষের মত খায় কুমড়োর ছেঁচ্কি
এবং তাদের মত তোলে শেষে হেঁচকি।
কামস্কাটকা ফিজি হনুলুলু ঘানাতে
এ আজব হাতি নেই কোনো চিড়েখানাতে।
হ্যাঁ, শুধু থাকতে পারে খোকনের খাতাতে,
নয় তোর অতিশয় উর্বর মাথাতে।
জ্যান্ত দেখাবি তুই? আমি আছি রাজি রে,
একটা আস্ত টফি ধরলাম বাজি রে।

কথা শুনে ভজহরি তড়িঘড়ি বাতিকে,
ডেকে আনে ক্লাশ টু'র গজানন হাতিকে।

প্রীতিভূষণ চাকী

পিকু

কালো রং দিয়ে পিকু
সাদা ফুল আঁকে,
তোমরা দেখেছো কেউ
এই ছেলেটাকে ?
নীলচে নদীর বুকে
সূর্য ভাসায়
কখনো ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের বাসায়।
সবচে সে খুশি হয়
বাতাসের ডাকে,
দিগন্ত ছোঁও যদি
পেতে পারো তাকে !

বিশ্বনাথ দে

কু-ঝিক-ঝিক

ইল্টি বিল্টি চ্যাঁক চুঁই
যাকে পাই তাকে ছুঁই
কাঠের ঘোড়ার গলাই দড়ি
আয় ঘোড়া তোর পিঠে চড়ি
ঘোড়ামণি চলে রে
চ্যাঁক চুঁই বলে রে।

ইসকুট বিসকুট
বেড়াল মশাই দিলেন ছুট
বেড়ালমশাই উঠেছেন
উড়োজাহাজ ছুটেছেন
উড়োজাহাজের ভাঙলো পাখা
শিলিগুড়ির রাস্তা বাঁকা।।

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

পিপ! পিপ!

পিপির পিপির পিপ।
এই যে হাতে ছিপ;
'মাছ ধরবো খলসে, পুঁটি
নয়কো বেশী—একটি দুটি।
লেজ নাড়িয়ে জানায় পুষি—
'বেশ বাবা বেশ—তাতেই খুশি,'
ছিপ বগলে
দুগ্‌গা বলে
বেরিয়ে পড়ি চলো।
তার আগেতে বলো—
'হুর্‌রে হুর্‌রে হিপ্‌।'
ছড়া ফুরলো পিপ্‌।

অমিতাভ চৌধুরী

ছড়া

ইকড়ি মিকড়ি
চাম চিকড়ি
চল চল সুমিত
ফতেপুর সিক্রি।
ফতেরপুর সিক্রির
বুলঅন্দ দরজা
দেখতেই বলল—
'ঘর যা ঘর যা।'
'ঘর যা' বলতেই
ছু-ছু মন্তর
সামনেই সুমিতের
যন্তর মন্তর।
যন্তর মন্তর
করল বিক্রি
ইকড়ি মিকড়ি
চাম চিকড়ি।

মযহারুল ইসলাম

হাটে হাঁড়ি ভাঙা

নিত্য বসে চিত্ত বসু
হাটে ভাঙেন হাঁড়ি
পাঁচবিবিতে মেমসাহেবের
মুখে গজায় দাড়ি
রাম ছাগলে নাম করেছে
খবর শুনে কান ভরেছে
রং ফড়িং-এর প্রবাল দ্বীপে
সাত মহলার বাড়ি
রাত্রিবেলায় ঘুমের ঘোরে
স্বপ্নে জমাই পাড়ি।

চিত্ত মেসে এবার এসে
ভাঙেন হাঁড়ি হাটে
সুখের দিবস সবই নাকি
উঠবে এবার লাটে
পাইয়ের জিনিশ ঠেক্‌বে টাকায়
চাটগাঁ সিলেট পাবনা ঢাকায়
হাহাকারের পড়বে ছায়া
সকল মাঠে বাটে
চিত্ত বসুর খবর শুনে
ভাবনাতে কাল কাটে।

শামসুর রাহমান

নীলে ঘোড়া

নীলে ঘোড়া নীলে ঘোড়া পক্ষীরাজের ছা,
মেঘডুমাডুম আকাশ পারে তা থৈ তা থৈ তা।
মেঘের দোলায় চললি কোথায়, কোন্ সে অচিন গাঁ?
আয়না নেমে গলির মোড়ে করবে না কেউ রা'।
খিড়কি দুয়োর কেটে দেব আস্তে ফেলিস পা,
সাগর পারের চাল দেব পেট ভ'রে খা।
মাছের কাঁটা ফুটলো পায়ে, হাঁটতে পারি না।
চিকচিকে তোর ডালায় ক'রে আমায় নিয়ে যা।।

ফয়েজ আহমেদ

মতিঝিলে

মতিঝিলে ভোর থেকে পড়ে গেছে হইচই,
সবে বলে, হায় হায় এই ছিল, গেল কই?

এইখানে বসেছিল আমাদের কেরামত
এককালে কাজ ছিল হ্যারিকেন মেরামত।
সাতদিনে হয়ে গেছে নামকরা ধনবান
অস্ত্রের ঝংকারে মহাবীর বলবান।

তার ভয়ে যেন কাঁপে জাঁদরেল সরকার
সবে বলে চুপ চুপ কথা নেই দরকার।
ছোট ছেলে জামানের রেগে বলে একদিন
ধুত্তোর জ্বালাতন, করি শেষ ব্যাগ দিন।

ব্যাগে পুরে তাকে নিয়ে ফেলে বুড়ি গঙ্গায়
ওরে ভাই, এর মিল নেই কোন সংজ্ঞায়।

সুনীল বসু

ছাগলছানা

ছাগলছানা ছাগলছানা ভাগলপুরে যাবি,
কাকের বাসায় বকের ডিম হরিমটর খাবি।
তিড়িং বিড়িং লাফাস কেন চিংড়িখালির বিলে,
ভয় পেয়েছিস বুঝি রে তুই, দেখে ওই হাড়গিলে
আহা, তোকে পুষব আমি, তোশক দেব কিনে,
কচিঘাসের মাংস খাবি, পাঠিয়ে দেব চীনে।
তাগড়া হবি, জোয়ান হবি, আগল ভেঙে যাবি
বাঘের মত লাফ মারবি, ইঁদুর ধরে খাবি।
বাড়ি আমার চৌকি দিবি, গলায় দড়ি বাঁধা;
কিল মারবি সেই ব্যাটাকে যে-ই বলবে গাধা।
ছাগলছানা ছাগলছানা, পাগল বলুক লোকে,
আমি তোকে বাঘ বানাব, ছড়া খোঁজার ঝোঁকে।

আবদার রশীদ

খট্‌কা

বুঝতে পারি ঘুরছে চাকা,
বন্‌বনিয়ে ঘুরছে পাখা,
চরকা লাটিম ঘুরছে জোরে
ঘড়ির কাঁটাও আস্তে ঘোরে।
ঘোরার জিনিস ঘোরেই যদি
মোটেই অবাক লাগবে না তা',
কিন্তু আমার খট্‌কা লাগে
যখন শুনি ঘুরছে মাথা।

॥ দুই ॥

'তোমার গাড়ী' তুমি হাঁকাও
'আমার গাড়ী' আমি,
'মামার গাড়ী' হাঁকিয়ে বেড়ান
মামা এবং মামী।
'গরুর গাড়ী' বললে কিন্তু
খট্‌কা লাগে ভারী,
তখন কি আর জনাব গরু
হাঁকিয়ে বেড়ান গাড়ী?

॥ তিন ॥

ঘুড়ি ওড়ায়, বেলুন ওড়ায়
পায়রা ওড়ায় বেশ জানি,
রুমাল ওড়ায়, ঝাণ্ডা ওড়ায়,
ধোঁয়া ওড়ায় তাও মানি।
কিন্তু আমার খট্‌কা লাগে
যখন শুনি নবাব বাগে
কে নাকি কোন্ মেলায় গিয়ে
পয়সা ওড়ায় দু'হাত দিয়ে!

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

থিয়েটার

ছিঁচকে ছুঁচো ছ্যাঁচড়া যত
হুচুক্‌চুকে চড়ে
চরকি বেগে ভীষণ রেগে
শহরটাকে ঘোরে।
হাজারখানেক টিকিট হাতে
কানে ধরায় তালা
টিকিট কিনুন মধ্যরাতে
রাম-রাবণের পালা।
যেখানে যায় চতুর্দিকেই কী যে তাড়া লাগায়
ছেলেবুড়ো সবাইকে তাই নিদ্রা থেকে জাগায়।

রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখে বুদ্ধ নেমে এলেন
স্টেজের ওপর মোজাসুদ্ধ দশজোড়া বুট পেলেন।

পছন্দসই এক জোড়া বুট নিলেন তিনি বেছে
বাকিগুলো সস্তা দরে হয়তো দেবেন বেচে।

শেষের দিকে রাবণ এসে রামের কাছে গিয়ে
সিগারেটের প্যাকেট নিলেন
সীতা ফেরত দিয়ে ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কোনো একদিন

জাপান থেকে চা-পান সেরে মুখে পুরে পানের খিলি
পাঁচুর মা কন, 'চলরে পাঁচু, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?
অনেক হয়ে গেল বেলা, পথে আছে ঝুটঝামেলা,
হাওয়াই দ্বীপের কাজটা সেরে যেতে হবে আজই চিলি।'

পাঁচু বলে, 'যাবো ঠিকই, মিছে ভেবে হচ্ছ সারা,
তোমার যে মা কী হয়েছে, সব কিছুতে লাগাও তাড়া।
ভেবে পাই না তাড়ার মানে, আমরা যাচ্ছি রকেট যানে,
হাওয়াই দ্বীপ আর চিলি এখন এই পাড়া ওই পাড়া।'

পাঁচুর মা কন, 'তাই তো বটে, আমরা তো নেই আদ্যিকালে,
একুশ শতক পেরিয়ে গেছি, বাইশ শতকে আছি হালে।
পিসির মেয়ে মাসির মেয়ে টিফিন সারে পিকিং গিয়ে,
গান শিখতে মস্কোতে যায় রোজই তো ফাঁকতালে।'

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

নীলতারা

নীল তারাটা আমার, আমি নীল তারাটা নেবো :
তার পাশে ঐ হলুদ তারা—পিসির হাতে দেবো!
ঝিক্‌মিকে এক সবুজ তারা নিয়েছে ফুলমাসী,
নীলটা শুধু আমার, আমি নীলটা ভালবাসি।

লাল তারাটা কাঁপছে, তাকে না হয় নেবে পুষি :
মাম্‌'কে দেবো সোনার তারা—সেটা আমার খুশি!
বাপীর তবে চাই রূপালি? যা ইচ্ছে হয় ভেবো—
নীলটা শুধু আমার, আমি নীল তারাটা নেবো!

গৌরী ধর্মপাল

ঘোড়া যায়

ঘোড়া যায় চার পায়
বাধা ভয় এড়ি য়ে
কাদা চর বাদা জল
জং গল পেরি য়ে
টগ বগ টগ বগ
টগ বগ টগ বগ
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ

শঙ্খ ঘোষ

ছড়া

গন্ধমাদন পর্বতে
ফলতো নাকি বরবটি।

এই না ভেবে জাম্বুবান
কিষ্কিন্ধ্যায় গম বানান।

সীতাও ছিলেন দুঃখিনী
কেন না কী কুক্ষণে

সমস্ত বরবাদ হল
হিঞ্চে খাবার সাধ হল!

লঙ্কাতে কি হিঞ্চে নেই
ওসব ওজর শুনছি নে—

বলতে বলতে লঙ্কারাজ
দেখতে গেল কুচকাওয়াজ

খেপলে কিন্তু সত্যি সে
মারবে ছুঁড়ে শক্তি শেল

ফুটিয়ে দেবে জোর সে হুল
দেখবি চোখে সর্ষে ফুল।

সর্ষে হলে ধান গাছে
করবে না আর দাঙ্গা সে।

খান না চিনি-গুড় সীতা
শাকের শোকে মূর্চ্ছিতা

কাজেই তখন সবাই ধায়
চাষ করতে অযোধ্যায়।

বদরুল হাসান

খাই-খটকা

খাটা খেলে খট্ করে
লাগে যদি খটকা
চাঁটা খেয়ে চট্ করে
যাও কামচট্‌কা

মোটামুটি খেয়ে যদি
হয়ে যাও মোট্‌কা
টোটা ভরা গুলি খেয়ে
করে নাও টোটকা।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

টুঁ-উ-শ

তুই আমায় মারলি কেন রে টুঁশ?
ধুস! শোন না, মারলি কেনরে টুঁশ।
আমি যদি চিৎপাত হতাম ভূতলে?
ভূতল জানিস না, আচ্ছা বেকুব তো,
ধুস! তুই আমাকে মারলি কেনরে টুঁশ?
যদি আমার মচকে যেত পা,
বা, আমার মুণ্ডুটা ফাটত তা হলে?
ফাটত না, ধুস! মারলি কেনরে টুঁশ?
জানিস না অল্পেতে কত কিছু হয়,
যদি তোর শিং দুটো প্যাকপ্যাক করে
ঢুকত উদরে? উদর জানিস না, ধুস,
তুই আমায় মারলি কেনরে টুঁশ?
আরে আরে ভালোকথা শুনবি না তুই, তবে রে,
এই দ্যাখ আমারও রয়েছে শিং, এই দ্যাখ
পা দুটো তুলেছি উপরে। এই—এই হুঁশ—
মারলাম একখানা টুঁশ। টুঁ-উ-শ।

যুগান্তর চক্রবর্তী

হয়তো

(মিনুর কোনো জিজ্ঞাসার উত্তরে)

হয়তো কোনো যাদুই আছে নইলে
কী করে যে দিনেরা হয় রাত্রি
হয়তো কোনো যাদুই আছে নইলে
কী করে সব খেয়াতরীর যাত্রী
উড়াল পালে উথাল হাওয়া বইলে
মিলিয়ে যায় উধাও নীল আকাশে,
হয়তো কোনো যাদুই আছে নইলে
কী করে যে হঠাৎ-কাঁপা বাতাসে
ঘন মেঘের আড়াল ভেঙে শৈলে
বৃষ্টি নামে নূপুর পায়ে রুমঝুম,
আকাশে রঙ ঘষা কাঁচের পাঙাশে,
খুকুর চোখে ঘুমের রঙ কুমকুম!

হয়তো কোনো যাদুই আছে নইলে
এত যে কথা কী করে তুমি কইলে!

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আতাচোরা

আতাচোরা পাখিরে
কোন তুলিতে আঁকিরে
—হলুদ ?
বাঁশ বাগানে যাইনে
ফুল তুলিতে পাইনে
কলুদ
হলুদ বনের কলুদ ফুল
বটের শিরা জবার মূল
পাইতে
দুধের পাহাড় কুলের বন
পেরিয়ে গিরি গোবর্ধন
নাইতে
ঝুমরি তিলাইয়ার কাছে
যে নদীটি থমকে আছে
তাইতে
আতাচোরা পাখিরে
কোন তুলিতে আঁকি রেঁ
—হলুদ ?

পূর্ণেন্দু পত্রী

ফটিক টিং

দেখতে মানুষ চামড়াধারী
নাকের ফুটো, দাঁতের মাড়ি,
কিন্তু বাপু হঠাৎ কেন মাথায় দুটো লম্বা শিং?
—আজ্ঞে আমি ফটিক টিং।

শিং দিয়ে কি গুঁতোও নাকি?
মেজাজ বুঝি আগুন খাকি?
কিন্তু বাপু পানের সঙ্গে গিলছ কেন খাবলা হিং?
—আজ্ঞে আমি ফটিক টিং।

বেশ তো দেখি হাসতে পারো
যক্ষা কাশি কাশতে পারো
কিন্তু বাপু লেখার সময় লিখছ কেন পিঁপড়ে ডিম?
—আজ্ঞে আমি ফটিক টিং।

লিখছ লেখো ভাবনাটা কই?
চাইছ মুড়কি হচ্ছে যে খই,
কিন্তু বাপু বেচবে কাকে তোমার এসব ইড়িং বিং?
—আজ্ঞে আমি ফটিক টিং।

কাজী লতিফা হক

অবাক হয়ে

যত্ত দোষ
নন্দ ঘোষ
হাসলে জোরে
কাশলে জোরে
রাগলে জোরে
ঘুমের ঘোরে
গাইলে খেয়াল
রাত দুপুর।
নন্দকে তাই মন্দ বলে
সবাই যে তার কানটি মলে
ভয়ের চোটে
তাই সে ছোটে
পথ বিপথে
মধ্য রাতে
কখনো বা
বিমান পথে
যায় বহুদূর
পার্বতীপুর
আবার হঠাৎ থমকে গিয়ে
অবাক হয়ে রয় তাকিয়ে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রাজকন্যে

বনের মধ্যে ঘর,
ঘরের মধ্যে কে?
সুন্দরী এক রাজকন্যে এলেন কোত্থেকে!

কী হল তারপর?
হঠাৎ প্রত্যেকে
ছুটে এসে বলল তাঁকে : 'দাও আমাদের বর—'

তিনি বললেন, 'আয়
দুখীদের পাড়ায়
রাজার প্রাসাদ নিয়ে যাবো ময়ূরপঙ্খী নায়ে!'

সরল দে

দুই বিবি

পটের বিবি পটেই ছিল
বললে আমায় পটুয়া,
রং দিয়েছি ঢং দিয়েছি
দিই নি হাতে বটুয়া।

তাসের বিবি তাসেই ছিল
হঠাৎ ঝোড়ো বাতাসে,
ধাঁ করে সে উড়েই গেল
চৈত্র মাসের সাতাশে।

বিবিরা সব কোথায় আছে
পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে
দুই বিবিতে ভাবছে এখন
নাচ দেখাবে টি.ভি.-তে।

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছড়া

১

গাঁয়ের নাম ভুলেশ্বর
তারই পাশে ফুলেশ্বর,
ফুলেশ্বরের ফুলমণি
তার কথাটা তুলবো নি...

ফুলমনি গো ফুলমনি
তোর কথাটা ভুলবো নি
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না
এ পোড়া মুখ খুলবো নি।

২

রং চড়ালাম একশ' গুণ
দাম চড়ালাম হাজার
পরচুলাটা খসে গিয়েই
মাটি করল বাজার।

আনন্দ বাগচী

ছোড়দির দুঃখ

বিল্লু মানে বেরাল তো নয়, আস্ত ওটি বিচ্ছু,
মুখ দেখে তাই যায় না বোঝা মনের কথা কিচ্ছু।
এক গরাসে গিলেছিল ধারাপাতের পৃষ্ঠা,
অধ্যবসায় নেইকো মোটেই, নেইকো আদৌ নিষ্ঠা।
বিদ্যে কিছুই হবে না মা, হবেও নাকো বুদ্ধি,
শুভঙ্করের আর্যা দিয়ে যে করে মুখ শুদ্ধি।
হামাগুড়ি দিতে শিখেই অ্যায়সা হল ফক্কর,
চকোলেটের মতন চোষে ওয়ার্ড বুকের অক্ষর।

বই বাঁচাতে টই বাঁচাতে সদাই আছি ত্রস্ত,
বাগে পেলেই বইয়ের পাতা করতেছেন মুখস্ত।
যাদববাবুর পাটিগণিত, কঠিন উপপাদ্য,
ইতিহাসের অনেকখানিই হয়েছে ওর খাদ্য।
পরীক্ষাতে ফাস্ট হবে মা তবুও তোমার পুত্র,
একে একে সব গিলেছে ধারাপাতের সূত্র।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্

ছড়া

শুকনো ডালে
ফুল ফুটেছে,
সোনার থালা
চাঁদ উঠেছে।

ওই ফুলটা চেয়োনা
চাঁদের কাছে যেয়েনা ঃ

কেন কেন কেন গো,
মেঘ ছুটেছে পুবে তো।

মেঘ ছুট্‌লো পু-বে
চাঁদ গেলো ডুবে।

চাঁদ ডুবেছে, ফুল ঝরেছে
ভাঙ্গা ডালে কে,
কালো বাদুড়, কানা বাদুড়
ঝুলে র'য়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাজা আর সেপাই

সেপাই এসে যে দাঁড়ালো
রাজা বললেন, সেলাম!
সেপাই বললো, হঠাৎ যেন
বিড়ির গন্ধ পেলাম?
রাজা বললেন, রামো রামো
বিড়ি তো নয় মুলো।
সেপাই বললো, গোঁফের ডগায়
জমছে কেন ধুলো?
রাজা বললেন, কমলা-আপেল
আনবো কয়েক ঝুড়ি?
সেপাই বললো, কোথায় আমার
পেঁয়াজ-লঙ্কা-মুড়ি?
রাজা বললেন, বসুন আগে
এই যে সিংহাসন।
সেপাই বললো, নোংরা ওটা
মাছিতে ভনভন।
রাজা বললেন, মাছি কোথায়
ওগুলো সব পাখি,
সেপাই বললো, কাজে কম্মে
দিচ্ছ খুবই ফাঁকি!
রাজা বললেন, নাচার হুজুর
দেখাচ্ছি পা তুলে,
কত বড় ফোস্কা, আমার
জুতো দিন না খুলে!

কাইয়ুম চৌধুরী

বাঘ

রংতুলিতে খেয়ালখুশি
হিজিবিজি দাগ,
বলছ মুখে ঘর বানালাম
হচ্ছে কেন বাঘ?

ওরে বাবা এযে দেখি
সোঁদরবনের রাজা,
হিজিবিজি কাটতে গিয়ে
কেমনতরো সাজা।

'হালুম' বলে লেজ উঁচিয়ে
যেই মারল লাফ,
হিজিবিজি আঁচড় কেটে
এক্কেবারে সাফ।

শিবশম্ভু পাল

পরি-কল্পনা

পরিরা ঘুরে বেড়ায় রাত্তিরে
পরিরা উড়ে বেড়ায় সত্যি রে
মস্কো প্যারিস কিংবা ইউ.এস.এ.
দিল্লি বেজিং ঢাকা সব দেশেই
কত না রঙের বাহার দুই ডানায়
কোথাও হারিয়ে যাবার নেই মানা।
পরিরা ছড়িয়ে বেড়ায় স্বপ্ন গো।
ভরে দেয় ঘুমের ভেতর রূপনগর।

পরিদের হয় না যেতে ইস্কুলে
জানে না পড়তে ভূগোল হাই তুলে
অথচ হাতের লেখার জবাব নেই
আকাশে তারায় তারায় দেখবে যেই
পরিরা থাকেন কোথায়, কোন বাসায়
জানি না চাইবাসা না মোম্বাসা
পরিদের পাই না অনুসন্ধানে
পরিদের ঠাঁই নয়নের মাঝখানে।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

বরুই গাছে চড়ুই নাচে, নিমের ডালে ফিঙে,
খড়ের চালে কুমড়ো ফুল, মাচাঙ্ ভরা ঝিঙে।
চালতা গাছে বোলতা বাসা, ছাতিম গাছে চিল,
মাছ ভেসেছে শিঙি মাগুর, চড়কডাঙার বিল।
চড়কডাঙার বিল আর মাঝিকান্দার ঘাট
বুক চাপড়ায় খাজনা ছাড়া তেপান্তরের মাঠ
গা-ছমছম মাথা ভনভন মধ্যে উই-এর ঢিবি
আমবারুণি জামবারুণি চিড়িতনের বিবি
হ্যাঁচড়া পুজোর ছ্যাঁচড়া খেয়ে চড়ুই হল শেষ
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, শিব ঠাকুরের দেশ।

লুৎফর রহমান সরকার

বড় ম্যাজিক

রাজার চেয়ে, বড় রাজা
আছে বলো কে,
গুণীর চেয়ে বড়ো গুণী
বলতে পারো কে,
সবার চেয়ে শক্তিধারী
কে বা বলো সে,
টাকাঅলার টাকা রে ভাই-
বড়ই ম্যাজিক যে!

তুষার রায়

পাজিটা

নিরেনব্বইটা জাম খেতে
লাগল একটু কষা,
তাই কিছুটা নুনু লাগিয়ে
বাহান্নটা শশা
খেয়ে নিতেই গলাটা ওর
গেল যেন বুজে,
সেই ভাবটা কাটাতে হল
ছাব্বিশ তরমুজে;
তার পরেই তো গলা ফুলে
ঠেকলো গিয়ে গালে,
তাই পাজিটা শুয়ে এখন
পি. জি. হাসপাতালে।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

দশ চক্কোর

এক চক্কোর দুই চক্কোর
দুই চক্কোর তিন
এরোপ্লেনে করে খোকা
পাড়ি দেবে চীন।
তিন চক্কোর চার চক্কোর
চার চক্কোর পাঁচ
বিকেলবেলায় ঢাউস ছিপে
ধরবে খোকা মাছ।
পাঁচ চক্কোর ছয় চক্কোর
ছয় চক্কোর সাত
সন্ধে হতেই ঢুলছে খোকা
সামনে ধারাপাত।
সাত চক্কোর আট চক্কোর
আট চক্কোর নয়
রাত্তিরেতে বাইরে যেতে
বড্ড খোকার ভয়।
আট চক্কোর নয় চক্কোর
নয় চক্কোর দশ
সকাল হতেই পৃথিবীটা
আবার খোকার বশ।

রঞ্জন ভাদুড়ী

নতুন বিদ্যে

এই শহরে কেউ বা আলোয় ডগ-শো করে,
কেউ বা আবার হাতের লেখা মক্-শো করে
অন্ধকারে—নেই কেরোসিন, বিজলী বাতি,
চতুর্দিকে অন্ধরা সব দেখছে হাতি।
অন্ধকারে যায় না পড়া, বরং লেখা
চলতে পারে—নতুন বিদ্যে হবে শেখা।
লেখার লাইন করতে পারে দারুণ স্যুইং,
করুক গে যাক, মরুক গে যাক, নাথিং ডুইং।
হরফগুলো এ-ওর ঘাড়ে হুমড়ি খাবে
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে কেউ চাপাবে—
র-এর ফুটকি ব-এর উপর, রেফ-ঋকারও
জায়গা বদল করবে কেমন—দেখতে পারো।

অন্ধকারে লিখতে শেখো নাম ছড়াবে
লেখায় যদি খুঁত না থাকে প্রাইজ পাবে।

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

শুনবো না শুনবো না

টুকুল টুকুল বিকেল হল
মা বলে; ও সোনা।
খোকা গড়ায় মাটিতে, কয় :
শুনবো না, শুনবো না

ঝিম ঝিমিয়ে বৃষ্টি পড়ে
মা বলে : ও সোনা।
খোকা ভেজে বৃষ্টিতে, কয় :
শুনবো না, শুনবো না।

বৃষ্টি থামে, রোদ এল ওই
মা বলে : ও সোনা।
খোকা পোড়ে রোদ্দুরে, কয়
শুনবো না, শুনবো না।

শুনবে না হায় কি যে কথা,
রাত্রি হল সোনা,
সকাল এলো তখনো সেই
শুনবো না, শুনবো না।

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

মাছি

ছটফটে এক মাছি
উড়ছে কাছাকাছি।
বসছে খালি নাকে,
যতই তাড়াই তাকে,
বসছে এসে আবার—
নাকটা যেন খাবার
একটুখানি ঘুমুই
তার কি আছে জো রে?
নাকের ডগায় মাছি
দিব্যি আছে চড়ে!
গা জ্বলে যায় দেখে
মাছির রকম-সকম,
মারতে গিয়ে মাছি
নাকটা হল জখম!

প্রণবেশ দাশগুপ্ত

সুধীরবাবু

সুধীরবাবু বেজায় কাবু
টাক পড়েছে কপাল জুড়ে
একলা বসে দাঁতন করেন
সন্ধেবেলা যাদবপুরে।
বন্ধু এসে ঠাট্টা করে
গাট্টা মারে ভীষণ জোরে
টাক কমাতে সুধীরবাবু
ভাতের সঙ্গে মেশান সাগু।
কিন্তু তাতে টাক কি কমে?
বরফ হয়ে মাথায় জমে।
রতনবাবু পাপ্পা হেবো
বলে, 'মুকুট পরিয়ে দেবো।'
শুনে সুধীর ভীষণ রেগে
হঠাৎ দিলেন কামান দেগে।
দু'এক গাছি যা চুল ছিল
মাথার ওপর যা ঝুলছিল
সড়াৎ করে গেল উড়ে।
দিয়ে ছাতা টেকো মাথা
ঢাকেন সুধীর যাদবপুরে।

ইমরান নূর

কেরামতের শরাফতী

ডিডিং ডিডিং ডট
আসছে কেরামত
কাল বোঝা নথি নিয়ে
নাকের ডগায় নথ।

কিটিং কিটিং কট
দেখছে কেরামত
লম্বা মোচে মছুয়া ভাই
আগলে রাখে পথ।
উপায় এখন কি
থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে
সবটা ঢেলে দি।

হিটিং হিটিং হট
হাসছে কেরামত
লিফ্‌টে উঠে লাফিয়ে পড়ে
স্বর্গে যাবার রথ।

শিটিং শিটিং শট
ভাবছে কেরামত
রুজির ভাগে ভাগ দিয়েছে
আচ্ছা শরাফত।

হাসছে কেরামত
ফিটিং ফিটিং ফট
লিফটে চেপে নামলো নীচে
লম্বা নাকে খৎ।

রত্নেশ্বর হাজরা

নাচ শেখা

বয়েস—আটের পিঠে চার আছে লেখা
তবুও থামেনি নাচ শেখা
কখনো পেরুতে হলে গলি
একটু প্র্যাকটিস করে নেয় কথাকলি—
তাল তাল ফাঁক তাল—ধসম্
তিন তালে বাজে মৃদঙ্গম্।

বয়স বেড়েছে আরো পাঁচ
তবুও ছাড়ে নি শেখা নাচ—
একদা রাজপথে হলে শখ,
একটু প্র্যাকটিস করে নেয় কত্থক।
হঠাৎ ফুরিয়ে গেলে দম
বেজে যায় বেজে যায় খালি মৃদঙ্গম।

সামসুল হক

শীতের ছড়া

ইঁদুর বললো, কাঁপছি শীতে
নেই তো আমার কাছে ভিতে
লেপ-কাঁথা তোশোক।
বেড়াল বললো, ভাবনা কী তোর?
আমার গরম পেটের ভিতর
সুড়ুৎ করে ঢোক।

পেঁচা বললো, হুতুম হুতুম
আমি থাকতে কে তোর কুটুম
আমি যে তোর কাকা,
ইঁদুরমণি শীত তাড়াতে
চলে এসো ঘরের ছাতে
পেটটা আমার ফাঁকা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পু—ঝিক ঝিক

পু—ঝিক ঝিক পু—ঝিক ঝিক
যাই হুই দূর—যাই পুব দিক
সাত গাঁ-র পথ, সাত গাঁ-র রঙ
হাত ঝমঝম গা ঝমঝম.....
দম ভর ছুট—দম ভর ছুট—
দিপ দিপ রাত, ভোর ফুট ফুট,
আর কদ্দূর—আর কদ্দূর—
হুই তাজপুর দুবরাজপুর।

সুনীল জানা

রাজার হুকুম

আজকে আমি সাজবো রাজা,
ধার দে না তোর
গোঁফটা।
স্নান করে ভাই হবো তাজা,
আন্ গ্লিসারিন
সোপটা।
মুকুট না হয় নাই বা হলো,
বাঁধবো মাথায়
পট্টি।
নাগরা জুতো কোথায় বলো,
পরবো হাওয়াই
চট্টি।
সিংহাসনটা তোল তো গবা,
আর দেরি নয়,
জল্দি!
বসবে এবার বিচার সভা,
আসামীদের
কল দি।
ছুট্টে একটা চোর ধরে আন্,
শুনলি তো রে
ফটকে।
নইলে তোকেই দেবো সটান
ফাঁসির কাঠে
লট্‌কে।

আল মাহমুদ

পাপড়ির ফুল

১. চাকমা মেয়ে রাকমা
ফুল গুঁজেনা কেশে
কাপ্তায়ের হ্রদের জলে
জুম গিয়েছে ভেসে।
জুম গিয়েছে, ঘুম গিয়েছে
ডুবলো হাড়িকুড়ি;
পাহাড় ডুবে পাথর ডুবে
উঠেনা ভুরভুরি!

২. ঝালের পিঠা, ঝালের পিঠা
কে রেঁধেছে, কে?
এক কামুড়ে একটুখানি
আমায় এনে দে।
কোথায় পাবো লঙ্কাবাটা,
কোথায় আতপ চাল?
কর্ণফুলীর ব্যাঙ দেখেছি
পোগোনটাতে কাল!

৩. লিয়ানা লো লিয়ানা
সোনার মেয়ে তুই,
কোন পাহাড়ে তুলতে গেলি
গন্ধভরা যুঁই?
বনবাদাড়ে যাইনি মাগো
ফুলের বনেও না,
রাঙা খাদির অভাবে মা
পাতায় ঢাকি গা।
চিবিদ গাছের ছায়ার পিনন্
অঙ্গে জড়িয়ে,
পাঁচ পাহাড়ের খাদের নীচে
যাচ্ছি গড়িয়ে।

রেবন্ত গোস্বামী

প্রশ্নোত্তর

নাম কীরে তোর?
—গ্রাম মূলাজোড়
নিবাস কোথায়?
—নীলমণি রায়।
কি কাজ করিস?
—তা প্রায় উনিশ।
বয়স কতো?
—চালাই অটো।

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

বলরাম খুড়ো

সোনাদীঘি গাঁয়ে ছিল সে যে এক বুড়ো
সবাই বলত তাকে বলরাম খুড়ো।
সাদাচুল পাকা দাড়ি নেড়ে সেই বুড়ো
দেখাতেন সব কাজে ভারি তাড়াহুড়ো।
চলিয়া যেতেন তিনি দুদ্দাড় পায়
কাশী-গয়া যেথা খুশি হেথায় হোথায়।
সবাই বলত তাকে হল তো অনেক
এবারেতে ক্ষ্যামা দিন জিরোন ক্ষণেক।
এ গাঁয়ে তো আপনিই সবার প্রবীন
শুয়ে বসে কাটান না বাকি কটাদিন।
সব শুনে বলতেন বুড়ো বলরাম
চুপচাপ বসে থাকা নহে মোর কাম।
জানিস কী তোরা কেউ যত ন্যাকা চণ্ডী
আমাদের জীবনের কতখানি গণ্ডী?
মানুষ তো বুড়ো হয় নিজেদের মনে
শুয়ে বসে মৃত্যুর কাল শুধু গোনে।
চাস যদি সত্যিই এই কথা বুঝতে
এখুনিই শুরু কর জীবনকে খুঁজতে।
ছুটে ছুটে চলে যা'না যেখানে সেখানে
আলোর পাখির মত আকাশের পানে।
সাদাচুল পাকা দাড়ি ঝরে গেলে তবু
থাকবি তখনো বেঁচে, ফুরোবি না কভু।

দিলওয়ার

কোন্ গোল্লায়

উল্লাপাড়ার মোল্লা সাহেব
সেদিন বেজায় রেগে
বেটাকে তার কানটি ধরে
দিলেন কামান দেগে;

কোমল কচি গাল দুটি তার
কামান দাগার ফলে
অস্তাচলের সূর্য হলো
সুনীল আকাশ তলে!

কিসের তরে মোল্লা সাহেব
গেলেন সেদিন ক্ষেপে,
কারণটি তার জানতে গেলাম
রেলগাড়িতে চেপে!

ট্রেনটি যখন উল্লাপাড়ার
ইষ্টিশানে এলো
মোল্লা সাবের ঠিকানাটি
কোন্ গোল্লায় গেলো?

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

যখন তিনজন

যখন ওরা একলা থাকে
কিট্টু, টুপুর, লুনা,
লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মত
করছে পড়াশুনা।

যখন ওরা দু'জন থাকে
আওয়াজ ওঠে অল্প,
ও কিছু নয়, হয়ত খেলা
নয়তো বসে গল্প।

কিন্তু যখন দুপদাপদুপ
ধুপধাপধুপ ধুপুর,
বুঝতে হবে তিন মাথা এক
কিট্টু, লুনা, টুপুর,

কী হয় কী হয়, বুক জুড়ে ভয়,
আঁতকে ওঠে সকলে,
এক মুহূর্তে সারাবাড়ি
তিন ডাকাতের দখলে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বৃষ্টি নামলে

কাজল মাখা ভাদ্দরে
মেঘগুলি সব উড়ছে ঘুরছে হাত ধরে!
হাতের মুঠো খসল যেই
আর মোটে তো উপায় নেই,
আহ্লাদী সে এক নিমেষে
দিচ্ছে জুড়ে কান্না,
সকাল থেকে বৃষ্টি বৃষ্টি
মন যে বলে আর না!
ভাদ্দরে সে নাড়ছে ঝুঁটি
কেঁদে কেটেই লুটোপুটি
সকাল বিকাল ঝাপুর ঝুপ,
ঝম ঝমাঝম টাপুর টুপ্!

অশোককুমার মিত্র

মায়ের মুঠোয়

আমার ছিল রঙিন জামা মামার ছিল টুপি,
সেই টুপিতে ঝলমলানো ঘরকাটা চৌখুপি।
বাবার ছিল দাবার নেশা, পিসির ছিল আশা,
নিত্যি নতুন মিলিয়ে পরার পল্ তোলা মান্তাশা।
দিদির ছিল নক্সাকাটা চিন দেশি তিন ছাতা,
দাদার ছিল ডাকটিকিটের ডজনখানেক খাতা।
কাকার ছিল আঁকার বাতিক, মাসির ছিল হাসি,
মেসোর ছিল ডেস্কো ভরা ফুলদানি ফরমাসী।
মার কি ছিল? শুধুই আমায় জড়িয়ে আদর করা,
ঠিক তখনি চাঁদ নাকি মার মুঠোয় পড়ে ধরা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ধর্মঘট

বন্ধ গীর্জা, বন্ধ মঠ
ধর্মঘট! ধর্মঘট!

বন্ধ বাজার, বন্ধ হাট
বন্ধ চাকা, দোকান পাট।
তার সাথে যে বন্ধ হলো
মেসিন ঘরের খট্‌র খট্‌—
ধর্মঘট! ধর্মঘট!

বন্ধ হলো বেচা-কেনা
বন্ধ সকল লেনা-দেনা।
আদমজীটা বন্ধ শুনি,
হচ্ছেনা তো ছালার চট—
ধর্মঘট! ধর্মঘট!

বন্ধ অফিস, বন্ধ যান
বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
নেই হুজুরের মুখে হাসি
নেইতো কথা চট্‌র পট্‌
ধর্মঘট! ধর্মঘট!

শৈলশেখর মিত্র

তিনটে কালো চামচিকে

তিনটে কালো চামচিকে
চিমসে পোড়া লিকলিকে
বিক্রি আছে কিনতে পারো
দাম বেশি নয় পাঁচসিকে।

কাতরাতে আর কাতরাতে
হাতপাখা চাই হাতড়াতে
নয়তো শেষে কূল পাবো না
ঘামের সাগর সাঁতরাতে।

পদ্য ভ'রে বস্তাতে
ফেরিওলা 'সস্তাতে'
হাঁকবে কবে 'জলদি লে যাও
নয়তো হবে পস্তাতে'।

তিনটে কালো চামচিকে
চিমসে পোড়া লিকলিকে
পক্ষীকুলের কুলীন এরা
তাই তো এতো চিকচিকে।

মোহাম্মদ মোস্তাফা

গমের ভূষি

খবর এলো খবর এলো বন্দরে
গমের ভূষি তিনশ' টাকা মণ দরে
কেউ বা কেনে পাউন্ড কিম্বা হন্দরে
ভূষির ভেতর নয় ভিটামিন **মন্দ** রে।
মনের ভেতর হয়তো কারো **দ্বন্দ্ব** রে
ভূষির খোঁজে দরকারী কাজ **বন্ধ** রে
লাভের নেশায় রাখছে হাজার টন ধরে
ধুম লেগেছে মজুতদারের অন্দরে!

সুকুমার বড়ুয়া

হাতীর দাঁতের ছড়া

এ্যাত্তো টুকুন হাতীটার
অত্তো বড়ো দাঁত
শাক খায় না
মাছ খায় না
খায় না গরম ভাত।
দাঁতের ব্যথায়
হাতী মশায়
হচ্ছে কুপোকাত—
দশ বারোটা
বদ্যি বসে
মাথায় দিলো হাত।
খবর শুনে
আসলো ছুটে
ঠাকুর দাদার পিসি
হাতীর দাঁতে মাখিয়ে দিলো
পৌনে দু'সের মিশি।।

রফিকুল হক

চাকায় চক্কর

চাকায়
চাকায়
চক্কর
রিক্সা কিংবা স্কুটার,
করবেই
ঝক্
ঝক্কর
আলগা তিনটে 'স্ক্রু' তার।

জান থাকতে হে 'বাসে' না
ঠিক অক্তে সে আসে না,
মানুষের চাপে বাসরে
বাঁচবার নেই আশ রে!

ট্যাক্সি নিলে যে ধুত্তুর,
হচ্ছি নিমেষে ফুত্তুর।
ছাই, আজ তাই খাটছি,
ভাই, রাস্তায় হাঁট্‌ছি।

এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ

বৈঠকী ছড়া

অষ্ট প্রহর জাহির করেন প্রাণটা দেশের, দশের
ঠ্যাকনা দিতে একাই তিনি সুনাম কিম্বা যশের
কিন্তু কচিৎ মওকা পেলেই
তেলের পিপে বেবাক ঢেলেই
গোছান আখের ভিজিয়ে দু'পা ইমিডিয়েট বসের,

কথায় কথায় হুট্‌ বলতি তাগেন তিনি হাতিয়ার,
গাল গপ্পে বাঘ ভাল্লুক মারেন এবং হাতি, আর
পাশ ফিরতে উজির নাজির
প্যায়দা পাইক করেন হাজির
কিন্তু হেঁ-হেঁ রাতের বেলা আমসি বুকের ছাতি তার।

প্রবাস দত্ত

আরব ঘোড়া

ঘোড়া আমার রঙিন ঘোড়া
ছবির ফ্রেমে উড়ন্ত
চার বছরের রাজুর চেয়েও
অনেক বেশি দূরন্ত।
বাংলাদেশের সবুজ সবুজ
লাগে না তার ভালো, অবুঝ
ঘোড়া ও যে আরব দেশের
উৎসাহ অফুরন্ত

ঘোড়া আমার রঙিন ঘোড়া
কেমন করে পথ ভুলে
আরব থেকে এলি এমন
সবুজ দেশে বল খুলে।

মরু-বালু, ভীষণ আঁধি
কোথায় পাব? তোকে বাঁধি
ইচ্ছে আমার হলেও জানি
হবে না তা পূরণ তো।

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবির ধাঁধা

এই তো ছিল ছবির ভেতর,
তিনটে বুড়ো সাহেব;
এখন দেখি দু'জন শুধু!
একজন কী গায়েব!

একটা সাহেব ঘোড়ায়-চড়া;
দু'জন ছিল দাঁড়িয়ে।
ঘোড়ায়-চড়া সাহেব, তবে—
কোথায় গেল, হারিয়ে?

খানিক আগেই, বেশ তো ছিল,—
ছবির ফ্রেমেই বাঁধা!
হঠাৎ, কোথায় হারালো যে,
লাগছে, ভীষণ ধাঁধা!

বাকি, দু'জন সাহেবও কী,
ছবির গণ্ডী ছাড়িয়ে,
একে একেই হারিয়ে যাবে,
সামনেতে পা বাড়িয়ে?

ভাবতে-ভাবতে, ছবির গায়ে,
যেই দিয়েছি নাড়া;
ঘোড়ায়-চড়া সাহেব, দেখি,—
ছবির মাঝেই, খাড়া!

মাহবুব তালুকদার

দুটি ছড়া

১.

কঙ্গোবাসী বঙ্গভাষী
রঙ্গলাল মাইকেল
বোয়িং করে বিদেশ গোয়িং
চড়েন তবু সাইকেল।
বিদেশেতে, কি, দেশেতে
থাকেন হোটেল হিলটন,
বলেন, 'আমার মামা হলেন
হেমিলটনের মিলটন'।
পদ্য লেখেন হদ্দ হয়ে
ছদ্মনামে মাসিকে
মন্ত্র দিয়ে জাগান তিনি
ঘুমন্ত দেশবাসীকে।

২.

চাই না আলো, চাই আঁধার
দু'চোখ বাঁধা তাই আমার
মুখের কথা বললে পর
অমনি হবে ধর-পাকড়
বুদ্ধিহীনের মতন তাই
আমরা সবে বাঁচতে চাই।
লেখা ও পড়া চুলোয় যাক
মূর্খতারই বাজাই ঢাক
হে পরোয়ার! হে ঈশ্বর!
পা দুটো তুই উলটো কর
পেছন পানে চলতে চাই,
মনের কথা বলতে নাই।

নিয়ামত হোসেন

কফিলুদ্দির আটশালা

কফিলুদ্দির আটশালা
একটি চালায় পাঠশালা।
পাঠশালাটার পণ্ডিত সে
দশটাকা পায় মাত্র,
হ্যাবলা, ভ্যাবলা, গোবরা নিয়ে
জন-পনেরো ছাত্র।
পড়ার সময় সে যদি কয়
'কোথায় বলো ভৈরব'—
পাঠশালাতে অমনি হৈ হৈ রব!
ভ্যাবলা যদি উল্টে শুধায়,
'কন্ তো কোথায় যমুনা'—
পণ্ডিতজী অমনি বলে,
'জানি, কিন্তু কমুনা!'

নির্মলেন্দু গৌতম

কানের তালা

তানপুরাটার কানগুলোকে ইচ্ছে মতো পেঁচিয়ে,
হঠাৎ কি তার খেয়াল হলো, গান ধরলো চেঁচিয়ে!
গাইতে গিয়ে নিজের কানেই লাগলো তালা যখুনি,
তানপুরাটা ফেলেই সে তো লাফিয়ে উঠলো তখুনি!

দৌড়ে এসে দেরাজ থেকে চাবির গোছা নামিয়ে
কানের তালা খুলতে গিয়েই উঠলো সে তো ঘামিয়ে!
বন্ধ তালা খুলছে না তো, মিছেই শুধু ঘামানো!
মিছেই শুধু দেরাজ থেকে চাবির গোছা নামানো!

হতাশ হ'য়ে ভাবলো সে তো দুই চোখে জল ঝরিয়ে—
কানের তালা খোলার চাবি হায় কে দেবে গড়িয়ে!!

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পাগলাটে

পাগলাটে লোকটির ভোলা মন খুব
পথে ঘোলা জলে দেয় খালি ডুব।
নেয়ে, ভিজে একাকার, ভাবে বুঝি বৃষ্টি—
বিধাতার মনে ছিল একী অনাসৃষ্টি।
দারুচিনি কিনে আনে চিনে গেলে কিনতে,
বাড়ি ফিরে কাউকেই পারে না সে চিনতে।
ব্যান্ডেল যেতে হলে যান চলে চুঁচড়ো,
চা খেয়ে দাম দেন দশটাকা খুচরো।

রাখাল বিশ্বাস

কী নিবি, নে

বাজাবি ঝুমঝুমি নে
সাজাবি রঙের ঘোড়া
চেয়ে দ্যাখ পাতার বাঁশি
বেজে যায় বিশ্ব জোড়া।

আকাশের রামধনুতে
ওড়া তোর ছোট্ট পাখি
নদীতে ডাক কাছে ডাক
সাঁতারে জুড়োক আঁখি।

ভূতুড়ে অদ্ভুতুড়ে
আঁধারে সাজল রাজা
যদি চাস দেখতে তাকে
বাজা তোর বাজনা বাজা।

পরে নে' রঙিন জামা
এঁকে দি' রেলের গাড়ি
খুশিতে আসবি যাবি
শিলং-এ মামার বাড়ি।

মুস্তাফা নাশাদ

হারানো চাঁদের পাঁচালি

চাঁদ হারাল, উই
মেঘে।
থানায় খবর রুই
দেগে।
বলল বুড়ো পুঁই
রেগে।
কেঁদে রইল জুঁই
জেগে!

হুতুম-ভুতুম-বাজ—
রাতে।
শেষে এসে হাজ—
রাতে।
চাঁদ খুঁজে পায় মাঝ—
রাতে।
পাতাল রেলের পাঁজ—
রাতে!

শামসুল ইসলাম

ছড়া

এলেবেলে তেলে পোকা
তেলা মাথায় তেল,
গাঙ্ কূলেতে কাক মরেছে
পাকলো গাছে বেল।
বেল পেকেছে কাক মরেছে
তোমার আমার কী,
বেল বাগানের মালিক নাকি
জমিদারের ঝি।

রফিকুন নবী

ঝাড়ু

আমার বাড়ীর কাছে
আধবুড়ো এক
পাগলাটে লোক আছে।
তার পেশা যে কি
তা জানিনা। তবে
হাবে ভাবে বুঝতে যেটা পারি
তাতে নেশায় পেশায় মিলেঝুলে
ঝাড়ুদারই হবে। কারণ—
এটা আমার নিজের চোখে দেখা।
একদিন এক জনসভার শেষে
যখন—চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলাম একা
তখন—ঝাড়ু হাতে সেই লোকটা এসে
শুরু করে ঝাঁট দেওয়া খুব কষে।

বললাম—'কি করছো তুমি?
ভাঙ্গাহাটে ঝাঁট দেয়ার কি আছে?'
বলেছিলো—'মঞ্চ এবং ভূমি
মিথ্যে কথায় ভীষণ ভরে গেছে
সেইগুলিকে টুকরিটাতে ভরে
বুড়ীগাঙ্গে দেবো বিদায় করে।'

আসাদ চৌধুরী

তাক ডুমা ডুম ডুম

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কোলা বোঝাই ধান
ঘরের লক্ষ্মী হইলদ্যা পক্ষী
গলায় লক্ষ্মীর গান
চাষীর ছাওয়াল চাষীরে
আর বাজাইস না বাঁশীরে
মনের সুখে খোলা বুকে
দিসনে অমন হাসিরে।
ধান থেকে তো চাল হবে
চাল থেকে তো ভাত হ'বে
ভাত খাবে কে,
(তোর) হইলদ্যা পক্ষী উপোসী
না হয় হোল রূপসী
জাত যাবে যে।

নাসিম লীনা

লোকটা

লিকলিকে তাঁর আদলখানি
কুতকুতে তাঁর চোখ
মস্ত বড় নাকখানি তাঁর
আজব আহাম্মক।
ঢিলাঢালা জামা পরেন
চলেন হেলে দুলে
রাস্তা ভরা যানবাহনে
পথ তিনি যান ভুলে।
ভেঁপুর শব্দে আঁতকে উঠে
যেই না দৌড় লম্বা
অমনি দেখি গোঁফ ঝুলঝুল
একটা বেশী কম বা!

আবু কায়সার

হাড়মাংসের ফানুস

সেলাম হুজুর সেলাম
গোঁ ধরতে নয়—এবার
পোঁ ধরতে এলাম।
ডাইনে বললে ডাইনে যাবো
বাঁয়ে বলুন বামে,—
থামো যদি বলেন তবেই
লম্ফঝম্প থামে;
কী বললেন!
বলদ, না-কি হুদ্দোমদ্দো ষাঁড়
এযে, আমরা তোতাপুরের
মানুষ চমৎকার!
কীরকমের মানুষ?
মানুষ নয় মানুষ নয়
হাড়মাংসের ফানুস।।

কী বললেন!
চোর ধরেছি কিনা
লজ্জা পেলাম জী, না;
চোদ্দপুরুষ যাবৎ কেবল
ধামাধরাই জানি
'যখন যেমন তখন তেমন'
সত্য বলে মানি।

ভাবনীপ্রসাদ মজুমদার

কারণ

দিল্লী থেকে বিল্লী এলেন
দুধের মতন সাদা,
কোলকাতার এক কালো—বেড়াল
বললে তাঁকে, দাদা—

আসুন-বসুন, কেমন আছেন?
বাড়ির খবর ভালো?
সাদা-বিড়াল বললে, তোমার
রঙটা কেন কালো?

কালো-বেড়াল বললে, শুনুন্
রাখুন্ আগে 'বেডিং'!
আমি যখন জন্মেছিলাম
চলছিল 'লোডশেডিং'!!

।। ২।।

কোচ্‌বিহারের রাজার ছিল
একটা কালো হাতি,
যখন-তখন সেই হাতিটাই
করতো মাতামাতি।

একদিন তার কাণ্ড দেখেই
চমকে গেল পিলে,
পাঁচটা কাপড়-কাচা সাবান
ফেললো হাতি গিলে!

পরদিন কী ঘটলো ব্যাপার
বলছি শোনো দাদা,
সাবান খেয়েই কালো-হাতির
বাচ্চা হলো সাদা!

মাহমুদউল্লাহ্

লোকটা পেলো

লাকটা পেলো বাপের কাছে তিনটি জিনিস :
বাতের ব্যামো, কাঠের খড়ম,
আর কি পেলো, আর কি পেলো?
মেজাজ পেলো ভীষণ গরম।
শুধোয় লোকে আর পেলে না কিচ্ছু কেন?
লোকটা বলে, বলতে শরম,
বাপ নিজেই বিকিয়ে দেছেন·
তার ছিল যা প্রিয় পরম।
কিন্তু আমার বাতের ব্যামো গরম মেজাজ
হোক না দাদা যতই চরম
ওসব কিছু হয়নি বিকি
জীবনটা তাই ঠাণ্ডা নরম।

মসউদ-উশ-শহীদ

বাসটা

ডাইনে ঘুরে যেই না গেলো
মোড়টা নিতে বামে
বাসটা হঠাৎ ধাক্কা খেলো
ইলেকট্রিকের থামে।
আশি সিটের বাসটা বোঝাই
দু'শোর অধিক যাত্রী
বাসটা যখন ধাক্কা খেলো
তখন ন'টা রাত্রি।

আখতার হুসেন

ঠুনকো রাজার দেশে

ব্যাপার কিরে? ব্যাপার কিরে?
ব্যাপার কিরে?
ঠুন্‌কো রাজার শান্ত হাতী
শেকল ছিঁড়ে
মাহুত টাহুত উল্টে দিয়ে
বেহুঁস হয়ে
ছুটছে; রাজা শুনতে পেয়ে
কাঁপলো ভয়ে!

সৈন্যরা তার উঠলো গিয়ে
গাছের 'পরে,
ভাবেন রাজা, আর শিকারে
কেমন করে
যাবেন! শেষে দিলেন তিনি
মাথায় হাত,
দেখেন চোখে দিন থাকতেই
আঁধার রাত!

কার্তিক ঘোষ

পুনুর জন্যে

একটা মেয়ে দেখতে কেমন, একটু না হয় কালো.
একটু না হয় বদরাগী সে, মনটা দারুণ ভালো!
পুনু বলেই তাকে
মা বলো আর বাবাই বলো, পাড়ার সবাই ডাকে।
তার সঙ্গেই ভাগ করেছি আমার ছুটিটাকে।
আমার ছুটির ছোট্ট সকাল পুনুই রাখে তুলে,
ওর পায়ে তাই দুপুর গড়ায়, বিকেল এসে চুলে
মাখায় ফুলের বাস,
রাতের আকাশ ফোটায় তারা ঝিকমিকে একরাশ!
পুনুর জন্যে পান্না জমায় শিশির ভেজা ঘাস।
জ্যোৎস্না এসে জানলা দিয়ে যেই না পুনুর ঠোঁটে
যুঁই হয়ে যায় একটি দুটি, পাপড়ি মেলে ফোটে।
অমনি তুলে রাখি,
পুনুই আমার বুকের তলায় একলা দোয়েল পাখি।
ওর জন্যেই কলকাতাতে ছদিন জেগে থাকি!

রশীদ সিন্‌হা

হাড় কিপ্পন

হাড় কিপ্পন হামিদ মিয়ঁর
দেশটা হলো ঢাকাতে
টিকিট ছাড়া চাপেন গাড়ী
জিনিস বেচেন ঝাঁকাতে।

টি, টি, এসে চাইলে টিকিট
হাত ঠেকিয়ে টাকাতে
বলেন হেঁকে, "হুজুর আমার
সব নিয়েছে ডাকাতে।"

সফিকুন নবী

ছড়া

চাকর এসে বল্লে, রাজন,
কি খাবেন আজ, বিরানী?
কটমটিয়ে চাইলে রাজা,
বল্লে, তবে ক্ষীর আনি?

ওতেও রাজার অরুচি তাই
তখন সে-না করলো কি ভাই,

রাজার কানে ফিস্‌ফিসিয়ে—
বল্লে, প্রজার শির আনি?
মুচ্‌কি হেসে রাজা এবার
'জিরান কেবল জিরান-ই!

সুধীন্দ্র সরকার

রোদবুড়ো

রোদবুড়োটা হাঁক দিয়ে যায়—
'রোদ চাই কি রোদ রে,
দাম লাগে না মিষ্টি মুখের
হাসিতে শোধবোধরে।'
যেই না খুকুর ঘুম ভেঙে যায়
শিরশিরিনি ভোরে,
অমনি বুড়ো ছুট্টে আসে
ছোট্টো খুকুর দোরে...
বাইরে তখন হিম টুপ টুপ
মাঠ কুয়াশায় ঢাকা
শীতকাতুরে ছোট্ট পাখির
কাঁপছে দুটি পাখা
ছোট্ট খুকুর সঙ্গে পাখি
মেখে রোদের গুঁড়ো
যেই না হাসে অমনি দেখি
হিমালয়ের চুড়োয়
রঙের ছটা অনেকরকম?
এমনি ক'রে রোজ রে
রোদবুড়োটা রোদ বেচে যায়
কে রাখে তার খোঁজ রে!

রূপক চট্টরাজ

উলট পুরান

‘আরে আরে হরেনদা যে
বাজার হল, আছেন কেমন?’
‘জলসা ভালো জমে নি ভাই
পির মিঞা নবী গাইল এমন?’
অবাক হয়ে আবার শুধাই,
‘বাপ্পা আছে? সঙ্গে যাব?’
‘কিনছি বেগুন টাটকা দেখে
দুপুরবেলা পুড়িয়ে খাব।’
তারপরেতে যেই বলেছি,
এখন আপনি করেনটা কী?
হাতটি নেড়ে বলেন, ‘ঠাকুর
যেমন রাখেন, তেমনি থাকি।’
‘কালকে গিয়েছিলেন কোথা,
ঐ যে ডবল-ডেকার বাসে?’
‘হার্টের অসুখ—কে বলেছে?
কষ্ট ছিল একটু শ্বাসে।’
‘আপনি মশাই আচ্ছা মানুষ
দেখছি কানে বড্ড কালা।’
‘বলিস কীরে দশটা বাজে
বাজার করি এখন পালা।’

হিমাংশু জানা

দাশরথি পানিক্কার

দাশরথি পানিক্কর,
সতীর্থ যাঁর মানিক কর।
চেনো তাঁকে? দীর্ঘ নাক,
বাঁ কান ঘেঁসে ঈষৎ টাক।
ঘাড়ের ওপর কালচে দাগ
থাকেন অন্ধ্রে বেশির ভাগ।
সময় পেলেই আন্দুলে
মামার সঙ্গে প্রাণ খুলে
ধামার ধরেন, গোঁফে তা
দিয়ে গিলে ফেলেন চা।
মা বেঁচে নেই, বুড়ো বাপ
ত্রিবাঙ্কুরে খেলান সাপ।

প্রণব চৌধুরী

লাট সাহেবের জুতো

লাট সাহেবের জুতো
রাগ কি বাবা! পেলেই হলো
একটা কিছু ছুতো।
পালিশ করা
চক্‌চকে লাল
বললে কিছু
ফুলিয়ে দু'গাল
মরতে যাবে গলায় বেঁধে
বিরাশি মণ সুতো।
তখন যদি
একটু হাসো
কিংবা ধরো
একটু কাশো
সুড়সুড়িয়ে তখন সে ভাই
মারবে পেটে গুঁতো
লাট সায়েবের জুতো।

আলতাফ আলী হাসু

ছড়া

কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম আর
শাতিল আরব শাতিল;
ঘর পোড়াল দোর পোড়াল
বাঁচার দাবী বাতিল।

তিলকে ওরা বানায় তাল
চামড়া কেটে লাগায় ঝাল
চাইলে খাবার চোখ রাঙিয়ে
বলে সবাই খাতিল।
ভাঙবো এবার ভরা হাটে
মার্কিনীদের পাতিল।।

শ্যামলকান্তি দাশ

জ্যোতিষী মতি শী

নাম শোনো নি? মতি শী,
পায়রাটুঙির জ্যোতিষী।
ঘুরে বেড়ান দিগ্বিদিক
আজ মধুপুর, কাল মিরিক
ফি বচ্ছর দেখেন হাত
বাঘের সঙ্গে কাটান রাত।
কেউ গোয়েন্দা, কেউ বা খুনি
সবাইকে দেন গোমেদ চুনি।
চায়ের কাপে তোলেন ঝড়,
শিষ্য তেনার বটুক ভড়।
তিনি আবার মস্ত ওঝা,
দুই কানে তাঁর পুষ্প গোঁজা।
পুষ্পে কোনো গন্ধ নাই
কোন কারণে—বিচার চাই।
বিচার করেন মতি শী,
পায়রাটুঙির জ্যোতিষী।
বিচার চলছে, এ্যাই-ও চোপ,
হাওয়ায় নড়ছে পুঁচকে গোঁফ।।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

তামাকু বাবু

এক যে বাবু গালফোলা
তামাক খেতেন আলবোলায়
তামাক ছিল অম্বুরী
টানটি দিতেন দম ভরি।
দু এক টানেই কাজ হত
লোপ পেত জ্ঞান বাহ্যত।

হায় দুনিয়া পাল্টালো
বসল বাবুর গালটালও।
অফিস খাটেন কোলকাতায়
তামাক টানেন শালপাতায়।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

ছড়া

১

রথ দেখতে গিয়েই দেখেন, এবার কোন রথ নেই
চতুর্দিকে মানুষ শুধু, পালাবার আর পথ নেই
পথের যে সব বন্ধু তারা
পিটিয়ে তাকে করলে সারা
হাসপাতালেও পৌঁছে দিল বিশেষ রকম যত্নেই।

২

দিন গিয়েছে অনেক কেটে, জামায় এখন সাততালি
আগের মত দেন না এখন গরম কথায় হাততালি
দুঃখ কী তা বোঝেন ভালো
তফাৎ বোঝেন সাদা-কালো
বোঝেন তাদের দুঃখ কতো যাদের রোজই পাত খালি.

সালেহ আহমদ

ইলেকশন

আর বেশী দিন নেইকো বাকি; ইলেকশন
কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন; সিলেকশন

মধু মিয়াঁ দুঃখী মানুষ; আমায় ডেকে বল্‌লে
দেশে ভীষণ আকাল ভায়া, না খেয়ে দিন চল্‌লে।

চালাও বাজি; ভোজের বাজি; টংকা ঢালো আরো
জয়ের মালা; নাওনা নিজে; কার তুমি ধার ধারো।

আবু সালেহ

ছড়া

খেলতে খেলতে মাথায় ঝিম
ঝিম-ঝিমুতে লাগলো হিম
হিম বলেছে সিম খাবো
কোথায় ঘোড়ার ডিম পাবো
ওই তো ঘোড়ার ডিম আছে
ডিম খাবারও টিম আছে
টিম বলেছে ডিম নেই
মস্তকে আর থিম নেই!

মুস্তাফা মহিউদ্দীন

চেতনা

কেউ বলে 'পতাকা' কেউ বলে 'ঝান্ডা'
কেউ বলে 'ডিম্ব' কেউ বলে 'আন্ডা'
কেউ খুশী 'মাংসে' কেউ বা 'গোশ্‌তে'
কারও প্রিয় 'বন্ধু' কারও সুখ 'দোস্‌তে'
কেউ 'শরমিন্দায়' কেউ মরে 'লজ্জায়'
'বুজদিল', 'খুশবু' কারও হাড়ে মজ্জায়।

ভেবেছো মিথ্যেই লিখে যাই এতো না!
শব্দের চয়নেই ধরে ফেলি চেতনা!

প্রমোদ বসু

চাঁদাদা

এক দাদা গান গায় সিনেমা ও নাটকে!
টপ্পা ও ঠুংরির তালে তালে পা ঠোকে!
মন তিনি সঁপেছেন কালীপদ পাঠকে!

এক দাদা খেলোয়াড়, নাম চারিদিকেতে!
সম্প্রতি গিয়েছেন তাই মেক্‌সিকোতে!
মন তিনি সঁপেছেন মারাদোনা-জিকোতে!

এক দাদা ঘরে বসে লেখে সে যে যা কুঁড়ে!
খ্যাতিমান দৈনিক কাগজের চাকুরে!
মন তিনি সঁপেছেন শুধু রবি ঠাকুরে!

এক দাদা—নেই কাজ তাই ভাজে খই যে!
গান নয়, খেলা নয়, না পড়েন বই যে!
দেন বটে সকলের পাকা ধানে মই যে!

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

উদ্‌ভূতুম

লিকলিকে ভূত তার পেটখানা হাঁড়ি
কোন দেশে বাড়ি তার কয় ফুট দাড়ি?
কয়খানা বাড়ি আছে, কয়খানা গাড়ি
বললেই চকোলেট নয় তো বা আড়ি।

লিকলিকে ভূত তার বড় বড় দাঁত
কালো ভূত সাদা ভূত, ভূত কোন জাত?
গবেষণা ভূতেদের নিয়ে দিনরাত
কী যে খায় ভূতগুলো মাংস না ভাত?

লিকলিকে ভূত তার নামাবলী গায়
মাঝে মাঝে রামা হৈ গান শুধু গায়.
দ্যাখো দ্যাখো কোথা যায় ডাইনে না বায়,
যা : গেল, ঢুকে গেল সর্ষেরই গায়।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

দেশ বিদেশে

একটি মামা এখন থাকে
সুদূর **আজারবাইজানে**,
আর একজনের সঠিক খবর
মাসতুতো এক ভাই জানে।

মাসতুতো ভাই দশটি বছর
একলা আছে মস্কোতে,
ছোড়দি পড়ে কলকাতাতে
ইংরাজি ডন বস্কোতে।

ঠাকমা আছে লন্ডনে আর
বড়দি থাকে জার্মানি,
কানটা ধ'রে টানলে আজও
এক্কেবারে হার মানি।

ঠাকুরদাঁকে লিখবো চিঠি
থাকেন তিনি আগ্রাতে,
কিন্তু চিঠি হয়না লেখা
লোডশেডিংয়ের বাগড়াতে।

অনির্বাণ রায়

ছড়া

এক যে কাক
ডাকিয়ে নাক
বলছে——ঘোড়া
আউর থোড়া
পরোটা খাক

আরশোলা
চারতোলা
দিশি মিশি খেয়ে
চটপট
গটগট
ওঠে সিঁড়ি বেয়ে।

শিলিং শিলিং
শিলং
ছুঁড়ছে খোকা
ঢিলং
সিলিং সিলিং
সিলং
একটা বোকা
চিলং

রতনতনু ঘাটি

ছড়া

তিন পায়ে হেঁটে যায়
টিঙটিঙে বুড়ো;
হরিহর ডেকে বলে,
কোথা যাও খুড়ো?
খুড়ো বলে, যাব আমি
দূর বিদেশেতে।
ঘোড়া নাকি ডিম দেয়
মুড়ি খেতে খেতে।

খালেক বিন জয়েনউদ্দীন

কেরামতি

লোকটা জানে যাদুর চাল,
তিলকে করেন মস্ত তাল।
তালের ওপর দাবার হাতি,
হাতির পিঠে রাজার নাতি।
রাজার নাতি ফুঁ-তেই হাওয়া
যায়না তবু পয়সা পাওয়া।

জয় গোস্বামী

দেশ ভ্রমণ

ড়ুমাড়ুম টাক ড়ুমাড়ুম
বাড়ি এল বুদ্ধুভূতুম।
ওরে তোরা নিমলি কোথা,
মুড়িঘাট, হুমনিপোতা।
সে আবার কোনখানে রে,
গেলে আর কেউ কি ফেরে?
এই তো আমরা গেলাম
কত ভালোমন্দ খেলাম।
খেয়ে খেয়ে পেট ফুললো
চলে আসি বাদ্‌কুল্লো।
সেখানে পাড়ায় পাড়ায়,
ইঁদুরে বেড়াল তাড়ায়।
তাই দেখে ভয়েই মরি,
তাড়াতাড়ি বিমান ধরি।
বেলা যেই তিনটে হলো
বিমানেব তেল ফুরোলো।
নামলাম সান্তাক্রুজে
তারপর অনেক খুঁজে
এই সবে পৌঁছেছি ভাই,
এবারে বিশ্রাম চাই।
ডুমাডুম টাক ডুমাডুম
শুতে যাও বুদ্ধুভূতুম

মৃদুল দাশগুপ্ত

কোন্ ছড়াটা

একটা ছড়া ছড়িয়ে ছিল ঘাসে
একটা ছড়া ছিল ঘরের পাশে
একটা ছড়া ছিল পাহাড় চূড়োয়
একটা ছড়া এক মুঠো খুদকুঁড়োয়!

একটা ছড়া স্কুল পালিয়ে মেলায়—
মেতেছে খুব পুতুল নাচের খেলায়,
একটা ছড়া গিয়েছে কলকাতায়
একটা ছড়া পড়ছো তো এই পাতায়।

একটা ছড়া টুকরো ভেঙে দুটো
একটা ছড়ার হাত দুখানি মুঠো
একটা ছড়া উধাও বনে বনে
কোন্ ছড়াটা ধরলো তোমার মনে?

শাহাবুদ্দীন নাগরী

মুখোশ

পরের ধনে পোদ্দারি তার
নিজের ঘরে ধন নেই,
পরের ছনে লাগান আগুন
নিজের ঘরে ছন নেই।

ঘরের খেয়ে বনে ঘোরেন
মোষের পেছন সস্তায়,
দিনের বেলার চরিত্র তার
রাতে ঢোকান বস্তায়।

পরের ঘিয়ে হাত ডোবানোর
স্বভাবটা তার রপ্ত,
সেই মানুষের জন্যে বুকে
জমছে আগুন তপ্ত।

উঠবো সবাই দুলে,
মুখোশ দেবো খুলে।

তপঙ্কর চক্রবর্তী

ছড়া

১

হাতে নিয়ে ডাস্টার অঙ্কের মাস্টার
কৌশিক গুপ্ত
ক্লাসে এসে হাঁক দেন :
এই সব চুপ তো!
তারপর মাস্টার রেখে দেন ডাস্টার
অঙ্ক বোঝাতে গিয়ে
জ্ঞান হয় লুপ্ত
কৌশিক গুপ্ত।

২

গাধার পিঠে চড়লো সে এক ওঝা
উলটো রাজার সারতে অসুখ সোজা
চলল ছুটে টাকার শহর ঢাকা
গাছের ডালে কাক ডাকল : কা-কা
অই শহরে সবাই থাকে রোজা
রাজার প্রাসাদ তখন সেও ফাঁকা।

আহমাদউল্লাহ

হই আর চই

হই থামতেই চই
ফোটায় কথার খই।
চই থামতেই হই
বাধায় যে হইচই।

হইটা যখন ঘুমিয়ে থাকে
চই করে চইচই
কোথায় কোথায় শান্তি আছে
খোঁজে সে পইপই।

শান্তি খুঁজে পায় যদিতো
বলবো কি আর ভাই
'শান্তি খাবো' বলে দুভাই
করে যে খাইখাই।

হইচইরা দুভাই দেশের
সুখ শান্তি খায়
অষ্টপ্রহর ঝগড়াঝাটির
ডগড়গি বাজায়।

ফারুক নওয়াজ

গোপনে বলিবো

কপাল মন্দ বাজার বন্ধ
পেটেতে আগুন জ্বলিতেছে;
সামনে মানুষ; মানুষ খাইবে
জনসাধারণ বলিতেছে—
হুজুর খাচ্ছে কোপ্তা-পোলাও
ভুঁড়িতে চর্বি গলিতেছে।

জনতারা বলে অলিতে গলিতে
আমরা এসব সহিবো না,
বস্তির বাসু চিৎকার করে
আর মোটে বসে রহিবো না—
আরো কী যে বলে—গোপনে বলিবো
ছড়ার মধ্যে কহিবো না।

বিশ্বজিত চৌধুরী

লাটাই ঘুড়ির ছড়া

লাটাই-ঘুড়ি খাটের নিচে বাঁধা
ঘুড়ি হঠাৎ লাটাইকে কয়—দাদা
আর কতোকাল থাকবো পড়ে ঘরে
চেয়ে দেখো আকাশ কেমন শাদা।

ঘুড়ির কথায় বললো হেসে লাটাই
তোর সঙ্গে দিন-রাত্তির কাটাই
জানি আকাশ ডাকছে কাছে তোকে
কিন্তু আমি কেমনে তোকে পাঠাই?

ঘুড়ি বলে, চেষ্টা করো দাদা
লাটাই বলে হাত পা আমার বাঁধা।

অবশেষে লাটাই-ঘুড়ি ভাবে
খুললে কপাল খোকার দেখা পাবে
খোকার হাতে উঠবে যখন লাটাই
তখন ঘুড়ি দূর আকাশে যাবে।

আসলাম সানী

বাঙ্গালী না ফরেন

আপনি মশাই
যা খুশি তাই
করেন।

নড়েন চড়েন
ভাঙেন গড়েন
সামনে আসেন
পিছু সরেন

আপনি মশাই
যা খুশি তাই
করেন।

মারেন ধরেন
কাব্য করেন
জেলখানাতে
যাকেই খুশি
ভরেন।

বাংলাতে না
উর্দ্দু মে
কোন ভাগে যে
পড়েন?
প্রশ্ন করি
আপনি মশাই
বাঙ্গালী না ফরেন।

সনজীব বড়ুয়া

চৌরাস্তার মোড়ে

সেদিন হঠাৎ চৌরাস্তার মোড়ে
নেশায় তিনি টং হয়েছেন বেজায়,
জড়িয়ে কথা বলেন নেশার ঘোরে
'আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে কে যায়?'

কেউ বললো—পাগল, মাথা খারাপ
দাও পাঠিয়ে তাঁকে নিজের ঘরে,
কেউ বললো—তাঁর ব্যবহার যা রাফ্
ঘরের কথা বলবে কেমন করে?

কে একজন বললো—চিনি তাঁকে
ভালো মানুষ বুঁদ হয়েছেন নেশায়,
বললো আরো একজন এই ফাঁকে—
নাম করা লোক তিনি তাঁহার পেশায়!

এমনি করে কথায় কথায় কি রব
যাঁকে নিয়ে কথা—তিনি নীরব।

লুৎফর রহমান রিটন

হোটেলের বয়

হোটেলে ঢুকেই চ্যাঁচালেন তিনি
আন দেখি ব্যাটা বিরিয়ানি!
হোটেলের বয় সবিনয়ে কয়—
দ্যান, ট্যাহা দ্যান, বিড়ি আনি।

রেগে কন তিনি, আন দারুচিনি
সাথে ওয়াটার ঠাণ্ডা।
মাথা চুলকিয়ে বলে বয়, ইয়ে..
কই পামু সাব আন্ডা?

মেজাজটা তার সপ্তমে ওঠে
রেগে কন, ব্যাটা বেয়াকুব?
তবু সেই বয় বিচলিত নয়
বলে স্যার, আমি এয়াকুব!

সৈয়দ আল **ফারুক**

কান্না

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে
আম্মু বলেন কুমুকে
দুধটুকু মা যায় জুড়িয়ে
খেয়ে নে এক চুমুকে।

বারান্দাতে কুমুর উদাস দৃষ্টি
পটোল-চেরা দুচোখ ঝরায় বৃষ্টি।
গাল বেয়ে যায় টলটলে জল
চোখ মোছে ও রুমালে
অকারণেই কান্না আসে
শেষ বিকেলে ঘুমালে।

আবু হাসান শাহরিয়ার

বাবারে বাবারে

সে থাকে ঢাকার কাছেই সাভারে।
চলনে বলনে খাবারে দাবারে
দারুণ বাবু সে
বাবারে বাবারে!

সে থাকে সাভারে, প্রায়শঃ টঙ্গী
যায় সে, কখনো নেয় না সঙ্গী
বাবারে বাবারে
দারুণ ভঙ্গী!

বাবারে বাবারে
টাকার ঘড়া সে।
ঘুমোয় নতুন নোটের ফরাসে
সে এলে মানুষ পালায় তরাসে।

সুজন বড়ুয়া

ঝিলবাসীদের ছড়া

ঝিলের জলে মস্ত রিং
ঝিলবাসীদের গোল মিটিং
গোল মিটিংয়ে সবার পণ—
করবে রাজা নির্বাচন,
নির্বাচনে শোলের জয়
কর্মী বটে, মন্দ নয়
কিন্তু এ কি দু'দিন পর
বিপদ বড় ভয়ঙ্কর
রাজার মুকুট হাইজ্যাকিং
নেই প্রহরী মাগুর সিং,
পাইক পেয়াদা পাবদারা
দেখায় নেতার ভাবধারা
মুকুট খোঁজে চতুর্দিক,
মন্ত্রীদের আসন ঠিক।

অজয় দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক ছড়া

এ কেমন কাল, পাল্টেছে হাল
হাওয়া বদলের দুনিয়ায়
ভালো যত সব কালো দিয়ে ঢাকা
উল্টো'র গান শুনি হায়!

যারা করে চাষ, হৃদয়ের ঘাস
ফোটালো গোলাপ গালিচায়
সে বাগান জুড়ে কোথা থেকে উড়ে
উটকো লোকেরা তালি চায়?

যারা স্বাধীনতা সঙ্গীত আর
দেশ মাতৃকা ভূমি খায়
আজকে নাটকে বেহায়াপনায়
তারাই প্রধান ভূমিকায়।

এই দুর্দিনে এসো পথ চিনে
প্রয়োজন শুধু সাথী আর—
শত্রু তাড়াতে হৃদয়ের মত
টকটকে লাল হাতিয়ার।

২

স্বাধীনতা পতাকায়, স্বাধীনতা রক্তে
কারা আনে স্বাধীনতা কারা থাকে তখ্‌তে
যারা ছিল সহচর হানাদার সৈন্যের
তারা আজ দেশপ্রেমী দোষ ধরে অন্যের
ইতিহাস নির্ভুল যায় না যে ভোলা তাই
মুক্তির পথ আছে চিরদিন খোলা তাই
মুক্তির পথ জানা পথ নয় রুদ্ধ
স্বাধীনতা হীনতায় প্রয়োজনে যুদ্ধ।।

মৃণালকান্তি দাশ

প্রবাদ প্রসাদ

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে,
ডাকাত পালালে?
বিদঘুটে সব প্রশ্ন করে
আচ্ছা জ্বালালে!
ভাগের মা তো গঙ্গা পান না
ভাগের মামা কী?
মা-মামাকে নিয়ে এসব
প্রশ্ন করে? ছিঃ!
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল
ঘোরাও কোথা ছড়ি?
চটজলদি জবাব দেব,
ফ্যালো তো পয়সা কড়ি।
তুলসীবনের বাঘেরা কি
মাংস ভালোবাসে?
তোর কিংবা আমারই বল
তাতে কী যায়-আসে?
কপির গলায় মুক্তোমালা
পরায় কে বল আগে?
সেই কথাটা বুঝতে রে তোর
এত সময় লাগে?
মশা মারতে কামান দাগা
হাতি মারবে কিসে?
এর উত্তর জানেন শুধু
ধূম্রলোচন পিসে।
বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি
প্যাঁচ পা চেনে কে?
হেই বাপা তোর পায়ে পড়ি
এবার ক্ষ্যান্ত দে।

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

ছড়ানো

১

রাজায় রাজায় যুদ্ধ করেন
উলুখাগড়া নাচেন
নাচতে নাচতে হঠাৎ হঠাৎ
মরেন, নাকি বাঁচেন?
মরেননিও বাঁচেননিও
গড়েননি সে কিছু
গড়লে তবেই মরণ-বাঁচন
নইলে মিছু মিছু
নড়ুন নড়ান, গড়ুন গড়ান
তা নয় জীবন্মৃত
থেকেই যাবেন—এমনি হবেন
কেবলই উদ্ধৃত।

২

ঝুলতে থাকুক গাছে গাছে
দুলতে থাকুক মাকাল
ঝাঁকের কই ঝাঁকেই থাকো
বেরিয়ে এসো পাঁকাল।
হাসছে ন্যাড়া দত্যিবুড়ো
রাজ্যি জুড়ে আকাল।

সুদেব বক্‌সী

দারুণ বাবা

বাবা হাত ঘোরালেই নাড়ু
বাবা পা ফেললেই সুধা
এমন বাবা যুগাবতার
ধন্য এ বসুধা!
বাবা গা ঝাড়লেই হীরে
বাবা মুঠ্ খুললেই সোনা
এমন বাবা মিথ্যে বাবা
কক্ষণো বলবো না।
বাবা মুখ খুললেই মধু
বাবা শ্বাস টানলেই আলো
এমন বাবা দারুণ বাবা
ভীষণ ভালো, ভালো!
বাবা দেন, এনে দেন চাঁদ
বাবা আনেন, যা চাই—সব,
শিষ্যকুলে ছাড়েন বাণী
'সব কিছু সম্ভব!'
বাবা জ্যান্ত করেন মড়া
বাবা মড়ায় আনেন প্রাণ
অলৌকিকে লোপাট করেন
সমস্ত বিজ্ঞান!
বাবার একটা শুধু গোঁ—
'বিজ্ঞানীদের সামনে আমি
করবো না ট্যাঁ-ফোঁ!'

শুভাশিস্ হালদার

লিমেরিক

একটুখানি জায়গা ছিল মানুষ-জনের দঙ্গলে
সেই ফাঁকাটাও ভরলো এবার পার্থেনিয়াম জঙ্গলে
দে এখানের বাস উঠিয়ে
পাততাড়িটা নে গুটিয়ে
লাঙ্গল কাঁধে চল্ ছুটিয়ে চাষ করি গে মঙ্গলে।।

ফারুক হোসেন

জাতিসংঘ

আকাশে আকাশে ঝগড়া বিবাদ
অগ্নিদগ্ধ ফাইটার
কাগজে কলমে খবর যুদ্ধ
হাঁফান ব্যস্ত রাইটার।

জলে আর জলে তুমুল যুদ্ধ
জলের প্রতিটি কণাই ক্রুদ্ধ
দলের ভেতরে কোন্দল ভারী
মন্ত্রে মন্ত্রে দ্বন্দ্ব
যুদ্ধে বিশ্ব রক্তারক্তি
হাওয়ায় বিষের গন্ধ।

বড়োরা যুদ্ধে সিদ্ধ হস্ত
ছোটোরা কেবল বিপদগ্রস্ত

মাটির সঙ্গে মাটির যুদ্ধ
পৃথিবী যুদ্ধে বন্দী
তারাই ব্যর্থ যারা চায় হোক
দু'দেশের মিল সন্ধি।

এলোমেলো আজ মিথ্যে সত্যি
মানুষ মেলে না সবাই দত্যি

যুদ্ধে যুদ্ধে মলিন বিশ্ব
ভাঙচুর সারা অঙ্গ
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটান
নিরুপায় জাতিসংঘ।

আমীরুল ইসলাম

গুডবাই !

ধিক তোমাকে ধিক
আহা, ইলেকট্রিক
এই আছো এই নেইকো তুমি
কেমন যে নির্ভীক !

বর্তমানের দিন
তোমায় ছাড়া যখন তখন
অবস্থা সংগীন।

টেপ, টিভি বা ফ্যান
তুমি ছাড়া অচল থাকে,
কিন্তু তোমার জ্ঞান—

একটুও নেই তাই—
ইচ্ছে হলেই বলে বেড়াও
গুড বাই ! গুড বাই !

শমীন্দ্র ভৌমিক

আজগুবগুবি

অদ্ভুতুড়ে খেয়াল ছিল মস্তকে
ছড়া দুগুণে দুই মিলাতে বাড়িয়ে দিলুম হস্তকে
হচ্ছে না মিল দুঃ—ছাই
কাটছে কলম হিজিবিজি হয়তো যাবে মুঃ—ছাই
শর্ষে গাছে ভূত বাহিনী শাসিয়ে গেছে ভাই হে
'ভূত-ভাতাম' সঙ্কলনে তোমার ছড়া চাই হে
যাও বা একটা মিল দিয়েছি
মিল টিল নয় ভূতের ভয়ে গোঁজামিলের ঢিল দিয়েছি
অমনি তখন হাজির সটান পাঞ্জাবি তার ঢোল্লা
দাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে নসরুদ্দিন মোল্লা
পড়ে বললে, বাব্বা!
ছবি আঁকব আমি কিন্তু, কোথায় এটি ছাপবা?

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নয়তো কেবল বাদ্যি

উদোম গায়ে ঘুরছে বাছা,
কাটে নি তার শৈশব!
তুতুল-পুতুল টুকাই-বুকাই
চললি তোরা কই সব?
নতুন জামায় ঘুরছে তারা,
দেখছে ঠাকুর ঐ সব!
শিকেয় তোলা বই সব!

আহা বাছা কাঁদছে যেন,
কাটে নি তার শৈশব!

পুজোর দিনে বাজছে শুধু,
বাজছে কেবল বাদ্যি!
পণ নেবো আজ—ছুটবো জোরে,
থামায় কাহার সাধ্যি?
যে ছেলেরা পায় না খেতে
তাদের যেন ভাত দি!
আনন্দে না বাদ দি!

পুজোর দিনে অমনভাবে
নয়তো কেবল বাদ্যি!

বাপী শাহরিয়ার

এমন কপাল

পথের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি
গাড়ী ঘোড়া থামান,
গভীর রাতে রেজার দিয়ে
অর্ধেক মোচ কামান।
টেম্পো দেখে ভয় পেয়ে যান
মারেন ছুঁড়ে যা পান,
স্বপ্নে দেখেন পৌঁছে গেছেন
ফ্রান্স ইটালী জাপান।

বর্তমানে মাজের সাথে
কুংফু নাকি লড়েন,
সত্যি উনি জাপান যাবেন
তাই জাপানী পড়েন।
সেদিন তিনি হাত উঠিয়ে
থামান গাড়ি ঘোড়া
ট্রাফিক এসে কান ধরলো
এমন কপাল পোড়া।

টিপু কিবরিয়া

আজ নয় কাল

ও পাড়ায় বাস করে হারাধন পাল,
কথায় কথায় বলে, 'আজ নয় কাল।'
চায় যদি বাড়িঅলা তার কাছে ভাড়া—
'আজ নয় কাল দেবো, এত কেন তাড়া?'
বউ যদি মার্কেটে যেতে বলে তাকে—
'আজ নয় কাল যাবো কোনো এক ফাঁকে।'
ছেলে ধরে আব্দার—'চায়নিজ খাবো'
'ধুত্তুরি, আজ নয় কাল নিয়ে যাবো।'

একদিন জ্বরে পড়ে কাবু হলো হারা,
'ডাক্তার ডাকো'—বলে মাতালো সে পাড়া।
সবাই জবাব দিলো ঝেড়ে খুব ঝাল
'ডাক্তার ডেকে দেবো আজ নয় কাল।'
হারার মাথায় পড়ে বিনা মেঘে বাজ
সেই থেকে বলে হারা 'কাল নয় আজ।'